ক
৩২১

প্রাণেশ্বর-নাটক।

শ্রীপ্রাণনাথ দত্ত

প্রণীত।

শ্রীগিরিশচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

" আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে ----- "

অভিজ্ঞান-শকুন্তলা।

কলিকাতা

সুচারু-যন্ত্রে শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোং কর্ত্তৃক

বাহির মৃজাপুর ১৩ সংখ্যক ভবনে মুদ্রিত।

১২৭০।—১৮৬৩।

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মিত্র

পিতৃবন্ধুশ্রেয়-বরেষু।

আর্য্য,—আমার প্রতি বাল্যকালাবধি আপনি যেরূপ স্নেহ করেন, তাহা আমি বিলক্ষণরূপে অবগত আছি, এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেও সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে। তজ্জন্য বঙ্গভাষার প্রতি আপনার অনুরাগ দর্শনে ভবদীয় সন্তোষ সাধনের অবকাশ বিবেচনা করিয়া এই নাটক খানি রচনা করিয়াছি। ইহার রচনা কালে দেশহিতাদি সাধনের কোন মঙ্গলময় উদ্দেশ্য আমার ছিল না, সামান্য স্বভাবাবলম্বন করিয়া আপনাকে তুষ্ট করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এক্ষণে ইহা সম্পূর্ণ করিয়া আপনকার শ্রীচরণে সমর্পণ করিলাম; পাঠ করিয়া যদি কিঞ্চিন্মাত্রও আনন্দ লাভ করেন, তাহা হইলেই আমার শ্রম সার্থক হইবে। আমি ইহা মুদ্রিত করিতে দিতাম না, তবে কেবল আপনার কৃপা ও পণ্ডিতমণ্ডলীর ক্ষমাগুণের উপর নির্ভর করিয়া সম্মত হইয়াছি। আমার এ অল্প-ময় রচনা সুধীগণ সন্নিধানে আদরণীয় হওনের ইচ্ছা প্রায় চন্দ্র-লাভে বামনের লোভের তুল্য।

ভবদীয় স্নেহাস্পদ শ্রীপ্রাণনাথ দত্ত।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

প্রাণেশ্বর	..	বঙ্গদেশাধিপতি।
ধনপতিসিংহ	..	ভোটদেশাধিপতি।
যৌবনাস্য	..	বঙ্গেশ্বরের মিত্র।
বলভদ্র	..	ভোটরাজের মন্ত্রী।
কালাচাঁদ	..	বলভদ্রের পুত্র।
চুতমুখ	..	বিদূষক।
শান্তশীল	..	বঙ্গেশ্বরের মন্ত্রী।
কৃষ্ণহরি ধর্ম্মদাস	..	বঙ্গেশ্বরের ভৃত্য।
গুরুদয়াল	..	বঙ্গেশ্বরের দ্বারপাল।
সৌদামিনী	..	ভোটরাজের কন্যা।
কুসুম-মালিকা দুর্ব্বিনীতা কাঞ্চন-মালা	..	সৌদামিনীর সখী।

ভোটেশ্বরের দূত প্রভৃতি।

প্রাণেশ্বর-নাটক।

(নটী ও সূত্রধারের প্রবেশ।)

সূত্রধার—আইল ঋতু-রাজন। বিশ্ব-প্রণয়-ভাজন॥
কানন নব শোভিত। কোকিল-কুল কূজিত॥
ভৃঙ্গ মধুর তান রে। গুঞ্জরি করে গান রে॥
আইল মধুমাস রে। ধাইল বঁধু বাসরে॥
বাম কুসুম বাণ রে। যোজিল দিয়ে শান রে॥
ছাড়িল ভব শাসিতে। বাজিল নর নারীতে॥
নাচিল সুখ খঞ্জন। পক্ষী মানসরঞ্জন॥
উত্থিত জলশীকরে। মন্দ পবন ধীর রে॥
শৈত্য গুণেতে সুন্দর। আইল দেখ সত্বর॥
মন্দ মরুত বাহনে। মানস সুখ সাধনে॥
ফুল্ল কুসুম হাসিল। গন্ধ মধুর ছাড়িল॥
সুন্দর হেন কালেতে। সভ্যসমাজ মাঝেতে॥
বারেক প্রিয় নায়িকা। গাওত নব নাটিকা॥
সভ্য সকল মানস। রঞ্জনে কর সাহস॥

(আড়ানা বাহার, তাল জলদ্ তেতালা।)

নটী—আমি অভাজন।
কেমনে তুষিব বল পারিষদগণ।
অবলা অবোধ বালা, নাহি জানি কোন জ্বালা,
লোকলাজ ভয় করি, অর্পিনয়ে দিতে মন।
রাগ-রঙ্গ-তাল-মানে, সুধীগণ সন্নিধানে,
গাইতে মধুর তানে, আমি কি পারি কখন।
নব রস লয়ে বশে, রসিকে ভুলাতে রসে,
অধীনী কোন সাহসে, করে রস আলাপন।
আপনার সাধ্য যাহা, প্রকাশিতে পারি তাহা,
তাই মনে করি ভয়, পাছে দোষে বুধজন॥

সূত্র—প্রিয়ে পণ্ডিতগণের এরূপ স্বভাব নহে। তাঁহারা দোষ ভাগ পরিত্যাগ করিয়া গুণ-ভাগ গ্রহণ করেন।

নটী—আর্য্য, তবে আজ্ঞা করুন, কোন নিয়োগের অনুষ্ঠান করিব।

সূত্র—প্রিয়ে, অদ্য প্রাণনাথ-বিরচিত প্রাণেশ্বর নামধেয় নাটকের অভিনয় কর। বিলম্ব করিও না, বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব হইয়াছে।

নটী—হাঁ নাথ, আমার অন্তর ঐ ভোটরাজ-কন্যা সৌদামিনীর ন্যায় বসন্তের শোভা দেখিয়া মোহিত হইয়াছে

(উভয়ের প্রস্থান)

ইতি প্রস্তাবনা সমা।

প্রথমাঙ্ক।

প্রথমসন্ধি।

(প্রমোদবনে সৌদামিনী ও কালাচাঁদের প্রবেশ।)

সৌদা—(সমন্তভঃ নিরীক্ষণ করিয়া) আহা! ঋতুরাজের আগমনে বৃক্ষ সকল কি মনোহর হইয়াছে! বনস্থলী যেন বিহারের বেশ্ম ধরিয়াছে!

কালা—(মৃদুস্বরে) ইহা বঙ্গেশ্বরের অন্তঃপুরস্থ প্রিয় কানন এ স্থানে তিনি সর্ব্বদাই আসেন, অতএব অধিক উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিবেন না।

সৌদা—(সসম্ভ্রমে) মন্ত্রিপুত্র, তুমি আমাকে এ স্থানে তবে কেন আনিলে? ভূপতি আইলে কি মনে করিবেন? (ক্ষণকাল পরে সক্রোধে) আমি এখানে আর থাকিব না। অদ্যই পিতাকে তোমার এ গর্হিত আচরণের কথা জানাইতে কুসুম-মালিকাকে প্রেরণ করিব।

কালা—আপনি এত কোপ প্রকাশ করেন কেন, আমি আপনাকে অত্যন্ত অসুস্থ মনা দেখিয়া এ স্থানে আনিয়াছি;—যদি এ সুরম্য কাননের শোভা সন্দর্শনে কিঞ্চিৎ স্থির হয়েন। ইহাতে অপরাধ হইয়া থাকে, আপনি যথাবিধি দণ্ডবিধান করুন, মহারাজকে জানাইবার আবশ্যক কি।

সৌদা—তোমার কি এ বোধ নাই, যে রাজা আইলে আমাকে অজ্ঞাত-কুল বলিয়া অবজ্ঞা করিতে পারেন।

কালা—ঠাকুরাণি, রাজা এ সময়েতো আসেন না। অতএব, আপনার সে চিন্তা করা

অনর্থক। সচ্ছন্দে নির্ম্মল প্রভাত বায়ু-সেবন ও বীণা-বাদ্য করিয়া মন শান্ত করুন। (এক দিকে চাহিয়া) এই যে কাঞ্চন-মালা আসিতেছে।

(বীণাহস্তে কাঞ্চন-মালার প্রবেশ।)

বীণাও আনিতেছে। তবে আপনি এক্ষণে এই বৃক্ষমূলে বসিয়া বিশ্রাম করুন, কোন চিন্তা করিবেন না।

(কাঞ্চন-মালার নিকটে আগমন।)

(কাঞ্চন-মালার প্রতি মৃদুস্বরে) দেখ, নাম ধামের কোন কথা যেন রাজা শুনেন না। প্রথমেই তাহা অবগত হইলে অনুরাগের প্রবলতা না হইতে পারে। (সৌদামিনীর প্রতি) আমি চলিলাম। (প্রস্থানোদ্যম)

সৌদা—তুমি কোথায় যাইবে, আমি কি এখানে একলা থাকিব।

কালা—আমার একটী প্রয়োজন আছে, তাই যাইতেছি; সত্বরেই আসিব। আর কাঞ্চন-মালা আপনকার নিকটে রহিল।

সৌদা—তবে শীঘ্র আসিও, আমরা এখানে রহিলাম।

(কালাচাঁদের প্রস্থান।)

(সৌদামিনী ও সখীর বৃক্ষমূলে উপবেশন।)

সৌদা—সখি, বীণাটা দাও, গান করা যাক।

(বীণা গ্রহণ)

(বেহাগ। আড়া ঠেকা।)

বহিয়ে গেল রে মোর এ নব যৌবন।
না হইল পরিণয়, না চিনিনু প্রেম ধন।
উঠিল মলয়ানিল, জলজ বঁধু উড়িল,
ফুটিল রে কমলের কোমল বদন।
পঞ্চস্বরে ডাকে পিক, শোভাময় দশদিক,
ধরিল রে ধরাসতী বিবাহ-বসন।
অবলা সরলা নারী, কেমনে সহিতে পারি,
দহিল রে স্মরশরে হৃদয়-কানন।
বল দেখি সহচরি, কেমনে সে জনে বরি,
এ নব কানন আমি রাখি রে এখন।

পঞ্চ—প্রিয়সখি তোমার কি মিষ্টি স্বর। এমন স্বরতো কখন শুনি নাই।

সাদা—কেন ভাই।

পঞ্চ—কেন ? তোমার গীতটী শুনে আমার মনটা বড় শীতল হয়েচে।

সাদা—মিচে ব্যঙ্গ কর কেন, আমি ভাই নতুন শিক্‌চি, একবারেই ভাল হবে কেন।

পঞ্চ—না ব্যঙ্গ করবো কেন। সত্যি তুমি ভাই অল্প দিনে যা শিকেচ, অন্যে পাঁচবছর শিক্‌লেও পারে না। আর ভাই তোমার গলা বড় সুন্দর। বীণের সঙ্গে একবারে যেন মিশিয়ে যায়।

সাদা—সে ভাই তুমি আপনার জন বলেই ভাল বোধ কর, অন্যে তা করে না।

পঞ্চ—না, আপনার জন বলে নয়। আচার্য্য মশাই এক দিন কতায় কতায় বলেছিলেন, তিনি তোমার মতন মিষ্টি গলা কারো দেখেন নি।

সাদা—তা ভাই যা হোক্, এখন তোমরা তুষ্ট

হলেই আমার গাইতে শেকা সাত্তক হয়।

কাঞ্চ—(ঈষৎহাস্য করিয়া) না ভাই, একথা তোমার অন্যাই। আমরা তুষ্টু হলে তোমার কি হবে। বল যে বঙ্কেশ্বর তুষ্টু হলেই তোমার শ্রম সাত্তক হয়।

সৌদা—(বিষণ্ণ বদনে) সখি, আর মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা কেন। (দীর্ঘনিশ্বাস)

কাঞ্চ—না ভাই সে কথায় কাজ নেই। এখন আর একটি গীত গাও; মনটা ঠাণ্ডা হক্

সৌদা—আর কি গীত গাইব; ভাল লাগে না

কাঞ্চ—যা হয় একটি গাও না; গাইলেই ভাল লাগবে।

সৌদা—নিতান্তই ছাড়বে না; তবে একটা গাই।

(সিন্ধুভৈরবী। মধ্যমান।)

———আর বিঁধ না ফুলশর।
চুখিনীর এ হৃদয়, ধরি পঞ্চশর॥
বিরহ-জ্বালায় দেহ সদা জ্বালাতন,
শর-পাত-ভয় তাতে করি না এমন।
তবে কি না হৃদে যারে রেখেছি যতনে,
মরি ভয়ে সে পাছে হয় রে কাতর॥

(গীতের শেষ না হইতেই রঙ্গভূমের অপর পার্শ্বে রাজা প্রাণেশ্বর, চূতমুখ ও যৌবনাস্যের প্রবেশ।)

প্রাণে—(কর্ণপাত করিয়া) আহা! কি মধুর গীত। সখা, এ স্থানে মোহন স্বরে কে গান করিতেছে? ইহা কোন কামিনী-কলিত তাহার সন্দেহ নাই।

চূত—হাঁ! এখানে আবার কামিনী কোথা! মহারাজের না কি কামিনীর দরকার, তাই যেখানে সেখানে কামিনী দেখেন।

প্রাণে—আরে থাম, গোল করিতে হবে না।

(পুনঃকর্ণ পাত)

চূত—(মন্দস্বরে) থেমেচি, দেখি কি চরিতার্থ হন, গীত আবার শুনবে কি?

প্রাণে—কৈ আর যে শোনা যায় না।

যৌবনাস্য—বুঝি শেষ হইল। আর একবার গাইলে উত্তমরূপে শোনা যায়।

চূত—(স্বগত) আরে এটাও যে দেকচি ঐ দল। (প্রকাশে) গীত আবার শুনবে কি?

প্রাণে—সখা, গীতটি কি সুললিত। এরূপ

মিষ্ট স্বর তো কখন শুনি নাই। শ্রবণা-রধি মনে কি হইতেছে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না। অন্তর সেই স্বর শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইতেছে। সখা, চল কে গান ক-রিতেছিল, দেখি গে।

চুত—কেমন দেক্‌লেন! গীত শুনে কি চাট্টে হাত হলো, না পেট ভর্‌লো? উল্‌টে কি না মন্‌টা ব্যাকুল হচ্চে? আমি তো তক্ষুণি বলেছিলুম, যে গীত আবার শুন্‌বে কি।

প্রাণে—তোমার যে দেখি উদরই সর্ব্বস্ব। জগতের মধ্যে উদর বই কি কিছু জান না।

চুত—মহারাজ! পৃথিবীতে পেটি তো প্রধান সামগ্রী। পেটের জন্যে ভাব্‌তে কাকে না হয়?

প্রাণে—ও হে, তা বলি নাই, বলিতেছি, যে উদর পূরালেই কি সকল হয়, আর কোন সুখ নাই?

চুত—(হাস্য করিয়া) মহারাজ, উদর পোরা-নর চেয়ে আরকি সুখ আছে! আপনি যা

ইচ্ছা করেন, তাই খেতে পান, আর সর্ব্বদা উত্তম সামগ্রী খান, সুতরাং পেটের সুক আপনি বোজেন না। আমরা ভিক্ষুক, ভাতে ভাত খেয়ে থাকি, মাতা খুঁড়লে ভাল সামগ্রী পাইনে, তাই পেট্টাই আমাদের সর্ব্বস্ব। কখন ফলার পেলে আম্‌রা যে সুকে খাই, তা আপনি কিরূপে জানিবেন?

প্রাণে—ভাল তা কি গীত শুন্‌তে নাই। সুস্বর শুনিতে কাহার না ইচ্ছা হয়?

চূত—আমাদের অমন গীত শুন্‌তে ইচ্ছা হয় না। যাদের পেট জল্‌চে, তাদের গীত শুনে কি হবে? দুটা ফলারের কথা কোন যে শুনে তৃপ্ত হবে।

প্রাণে—ভাল, তা বলা যাবে, এক্ষণে চল কে গাইতেছিল দেখি গে।

চূত—তা আপনারা যান, আমি ফলারের চেষ্টা দেকি গে। (প্রস্থানোদ্যম)

যৌব—না হে না যেও না, ফলার রাজবাটীতেই পটিবে, অন্যত্র যেতে হবে না, এস দেখি গে।

চূত—ঠাট্টা কচ্চেন না,সত্যি!

প্রাণে—না হে ঠাট্টা নয়, সত্যি।

চূত—আঃ, বাঁচলুম্ এখন, তাই বল না, যাচ্চি (সকলের গমনারম্ভ) (স্বগত) ভাল ফলারটা যোটান গেচে, হবে না কেন, শম্মা ক্যামন (সকলে কামিনীদ্বয়কে দর্শন।)

প্রাণে—(দেখিয়া মৃদুস্বরে) আহা! নেত্র সার্থক হইল। সখে, পরমেশ্বর এতাদৃশ মোহন স্বর উপযুক্ত পাত্রেই দিয়াছেন। এ প্রকার রূপতো কখন দেখি নাই। স্বর শুনিয়া যেরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলাম, রূপ দেখিয়া তাহা হইতে অধিক হইলাম।

বৌব—বয়স্য সত্য কহিয়াছ, এ মধুর স্বর যোগ্য পাত্রেই পড়িয়াছে। কি চমৎকার রূপ, প্রতিমা বলিলেই হয়।

চূত—মহারাজতো ঠিক বলে ছিলেন, এই যে দুটোমাগী রয়েছে, এরাই গাচ্ছিল বটে।

সৌদা—সখি, আমিতো বলেছিলুম; ঐ দেখ বুঝি মহারাজ আস্‌ছেন; এখন কি করি?

কাঞ্চ—তা এলেনি বা—তোমার ভয় কি ?

সৌদা—(মৃদুস্বরে) সখি, প্রথমে যিনি আসচেন, বুঝি উনিই আমার জীবিতেশ্বর ; আহা ! যেন স্বয়ং কামদেব ! আমার অন্তর বড় চঞ্চল হয়েছে, অতএব এ স্থলে আর থাকা নয়। চল যাই।

কাঞ্চ—যাবেই তো, তবে একটু থেকে গেলে হয় না, রাজা না দেক্‌তেই কি ভুলে যাবেন ? একটু থেকে ভাবটাই দেখ না।

সৌদা—আপনিই ভুলে গেলুম, তা আর্য্য-পুত্রকে ভোলাব কি। উঁহার ভাব দেখিতে আমার সাহস হয় না। আর্য্যপুত্রের ভাবেই আমার সর্ব্বস্ব ! কি করিবেন, আমার ভয় হইতেছে।

(রাজার নিকটে গমন ও সৌদামিনীর ব্যস্ত ভাবে সখীর হস্তে বীণাপ্রদান ও অধোবদনে অবস্থিতি)

প্রাণে—মন তুমি কি করি। অজ্ঞাত-জনে এত আসক্ত কেন হইতেছ। (প্রকাশে)

আপনাদিগের মধ্যে কে মধুর স্বরে গান করিতেছিলেন ?

সৌদা—(স্বগত) হে হৃদয়, স্থির হও। (উভয়ের প্রণাম)

প্রাণে—জগদীশ্বর তোমাদিগের মঙ্গল করুন (স্বগত) আমাকে প্রণাম করিল, তবে ব্রাহ্মণ-কন্যা হইতে পারে না।

কাঞ্চ—মহারাজ, এই আমাদিগের প্রিয়সখী গান করিতেছিলেন।

(রাজা সৌদামিনীর প্রতি সতৃষ্ণ-নয়নে দৃষ্টিপাত)

সৌদা—(স্বগত) আর্য্যপুত্র কি মধুরভাষী, কে শ্রবণ, তুমি এত দিনে সার্থক হইলে। হে নয়ন। তুমি এখন এরূপ কেন হইলে ? যাঁহাকে দেখিবার জন্যে ব্যাকুল হইয়াছিলে তাঁহাকে সম্মুখে পাইয়াও কেন দেখিতে চাহ না। মন তুমি বড় নিষ্ঠুর, তুমি আর্য্যপুত্রের নিকটে থাকিতে দিলে না। (প্রকাশে মৃদুস্বরে) সখি, চল যাই, (স্বগত) কি করেই বা ছেড়ে যাই। দেখিয়া ছাড়িতে ইচ্ছা করে না।

প্রাণে—(সখীর প্রতি) তোমার প্রিয়সখীর গীতে বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি। উনি এখানি যাইবেন কোথা, আর কি গাইবেন না।

সৌদা—(স্বগত) নাথ, তুমি সন্তুষ্ট হলেই চরিতার্থ হই, আমার আর কিছু কাজ নাই। এত দিনে আমার গীত-শক্তিকে ধন্য বলিয়া মানিলাম।

কাঞ্চ—মহারাজ, সখী লজ্জার বশ হইয়াছেন, বোধ করি, আর গাইবেন না।

প্রাণে—কিঞ্চিৎকাল এই স্থানে থাকুন না।

সৌদা—(স্বগত) আর্য্যপুত্র শ্রীচরণে স্থান দিলে অধীনী যাবজ্জীবন থাকে।

কাঞ্চ—মহারাজ যদি সন্তুষ্ট হন, তবে প্রিয়-সখী কিঞ্চিৎ কাল থাকিয়াই যাইবেন।

যৌব—সখি, তোমার নাম কি, আর তোমার প্রিয়সখী এ স্থানে কি নিমিত্তে আসিয়াছেন।

কাঞ্চ—মহাশয়, আমার নাম কাঞ্চনমালা, আমরা মহারাজের প্রমোদ-বন দেখিতে আসিয়া বিশ্রামার্থ এই স্থানে উপবেশন

পূর্ব্বক গান করিতেছিলাম, (রাজার প্রতি) বোধ করি, এজন্য মহারাজ কোন অপরাধ লইবেন না।

প্রাণে—ইহাতে আমি কি অপরাধ লইব, অপরাধের বিষয় তো কিছুই নাই। বরং আমরা তোমাদিগের নিকট অপরাধী হইয়াছি। এজন্য তোমার সখীর নিকট আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

কাঞ্চ—মহারাজ, বলেন কি, সখীর কাছে কি আপনার ক্ষমা প্রার্থনা শোভা পায়?

সৌদা—(স্বগত) আহা কি মধুর আলাপ! আর্য্য পুত্র কি সরল! দাসীর প্রতি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন! হা নাথ! অধীনীর নিকট তোমার কি অপরাধ হইয়াছে?

প্রাণে—কাঞ্চনমালা তোমার সখীর বিবাহ হইয়াছে? (স্বগত) হে মন, এত অস্থির হইতেছ কেন?

কাঞ্চ—আজ্ঞা না, আমাদের সখীর বিবাহ হয় নাই।

প্রাণে—(স্বগত) হে হৃদয় স্থির হও।

সৌদা—(অধিক লজ্জিত হইয়া মৃদুস্বরে) সখি, আর বিলম্ব করিও না, চল বেলা হইল।

কাঞ্চ—মহারাজ! আমরা এক্ষণে বিদায় হই।

প্রাণে—তা তোমাদের ইচ্ছা, আমার আর নিবারণ করা হয় না।

কাঞ্চ—(সৌদামিনীর হস্ত ধরিয়া) সখি, তবে চল। (গমনারম্ভ)

সৌদা—(অর্দ্ধপথে) সখি রহ, পঞ্জর বড় পীড়া দিতেছে।

(পঞ্জরে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক রাজার প্রতি বক্র দৃষ্টি। রাজার সৌদামিনীকে ব্যগ্র ভাবে দর্শন।

প্রাণে—আহা, বুঝি তৃণাঙ্কুর সকল মৃগাক্ষীর চরণে পীড়া দিতেছে। দুর্ব্বৃত্ত তৃণাঙ্কুরের এমন কোমলাঙ্গীকে পীড়া দিতেও মন হয়।

সীব—বয়স্য কি দেখিতেছ? একেবারে যে স্পন্দহীন হলে?

(সৌদামিনী ও কাঞ্চনমালার রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান)

প্রাণে—(না শুনিয়া স্বগত) হা নয়ন! দর্শনীয় বস্তুই গিয়াছে. আর কি দেখিবে! রে প্রমোদ বন, তোর শোভা কোথা গেল!

চূত—আর, মহারাজের চক্ষু স্থির হয়েছে।

যৌব—(রাজার হস্ত ধরিয়া) সখে কি দেখিতেছ? একেবারে যে হতজ্ঞান হলে দেখি!—

প্রাণে—(সচকিত হইয়া) অাঁা কি বলিতেছ?

যৌব—কি দেখিতেছ, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

প্রাণে—এমন কিছু না; ঐ কামিনীটিকে দেখিতেছিলাম।

চূত—(জনান্তিকে) হাঁ উদিকে মুখু ঘুরে গেচে

প্রাণে—(স্বগত) আহা, কি অলৌকিক রূপ বোধ হয়, বিধাতা আপনার নৈপুণ্য দেখিতে এলাবণ্যরাশির সৃষ্টি করিয়াছেন। লোকে কহে, রাজহংসের গমন চমৎকার কিন্তু এই নিতম্বিনীর গমন দেখিলে সে

কথা ব্যঙ্গ বোধ হয়। (প্রকাশে) সখে, এ কামিনীর কিছু জান ?

যৌব—না বয়স্য, আমিতো কিছুই জানি না। আকার প্রকারে বোধ হয়, সামান্য লোকের কন্যা নহে।

দূত—বলি প্রকারটা কি ? এঁকে বেঁকে চলাকেই কি প্রকার বলে ?

যৌব—(ঈষৎ হাস্য করিয়া) হাঁ হে হাঁ, তাহাকেই প্রকার বলে। (রাজার প্রতি) অনুমান করি, উনি কোন রাজকন্যা হইবেন।

দূত—হাঃ, রাজকন্যে আবার কোথা পেলে ? স্বপন দেকচো না কি ?

প্রাণে—আঃ, তুমি বাতুলের ন্যায় বকিতেছ কেন।

দূত—(স্বগত) না বাবা কাজ নেই, আবার কেঁচ খুঁড়তে সাপ বেরবে।

প্রাণে—(যৌবনাস্যের প্রতি) আমিও বোধ করি, কন্যাটি কোন রাজবংশের হইবে। যাহা হউক, এমন রূপতো কখন দেখি নাই।

কি চলন, রাজহংসেরাও এ প্রকার চলিতে পারে না। (পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া স্বগত) হে হৃদয়, কাতর হইতেছ কেন?

চূত—(স্বগত) আহা! রাজহংসের চলন কি সুন্দর! বেঙ্গের চলনও কবে সুন্দর হবে রাজারাজড়া লোক যা বলে তাই হয়।

যৌব—সত্য বটে, এ প্রকার সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরীতে দেখি নাই।

প্রাণে—(পথের দিকে সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া স্বগত) হে হৃদয়, পাপ-নয়নই তোমার দুঃখের মূল;—ওরে দুর্ব্বৃত্ত নয়ন, তোকে কে দেখিতে বলিয়াছিল!—

যৌব—বয়স্য শ্যামালতা কুসুমমালায় কি সুন্দর সাজিয়াছে! উহার সৌগন্ধে সমস্ত বন আমোদিত হইয়াছে।

(নেপথ্যে সংগীত ধ্বনি)

(ঝিঁঝিট। জলদ তেতালা)

——————— ওহে মধুকর।
কি হেতু হয়েছ বল চঞ্চল অন্তর।
কুসুমে খাইবে মধু, তুমি হে কুসুম-বঁধু,

তোমা বিনা নাহি তার সখা অন্য পর।
আসিবে বসন্ত কাল, ফুটিবে কুসুম-জাল,
তবে খেও প্রেমমধু, না হও কাতর।
যার প্রতি অনুরাগী, সে ভাবে তোমার আগি,
মিলন হইবে দোঁহে জানিহ সত্বর॥

যৌব—বয়স্য, আচার্য্য সংগীত শিক্ষা দিতেছেন, চল আমরা দেখি গে।

প্রাণে—তা যাবে চল, সংগীত শুনিতে আর ইচ্ছা হয় না।

ত—আবার কেন সে খানে।

যৌব—আরে না চলই না, কতক্ষণের কাজ।

(সকলের প্রস্থান। যবনিকাপতন)

ইতি প্রথমাঙ্কে প্রথমাভিনয় সমাপ্ত।

প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয়াভিনয়।

(রাজবাটী। প্রাণেশ্বর একাকী আছেন, এই সময়ে যৌবনাস্যের প্রবেশ।)

যৌব—প্রিয় সখা প্রাণেশ্বর! কি করিতেছ!

প্রাণে—এখানে বসিয়া আছি, আর কি করিব!

যৌব—বসিয়া আছ, তাহাতো দেখিতেছি কিন্তু এ ভাবে কেন ?

প্রাণে—কি ভাবে ? না কই।

যৌব—সখে, তোমার বদন বিবর্ণ হইয়াছে তোমার নয়ন-দ্বয় নিয়ত ভূতল নিরীক্ষণ করিতেছে। আর তোমার সহাস্য-বদন রহস্যহীন হইয়া শোকাকুলের ন্যায় শুষ্ক ভাব ধরিয়াছে। ইহা দেখিয়া আমার অন্তরে ভয় হইতেছে। তুমি আমার প্রতি কখনইতো বিরস হও নাই ; কিন্তু আজি সে রং কোথায় ? আজি তোমার মুখে এরূপ অসংলগ্ন ও শিথিল বাক্য শ্রবণ করিতেছি কেন আমার কি কোন অপরাধ হইয়াছে ?

প্রাণে—না সখা, তোমার অপরাধ কিছুই নাই। আমার অকপট ভাবে যদি তোমার প্রতি শৈথিল্য প্রকাশ হইয়া থাকে, তবে ক্ষমা কর।

যৌব—তবে তুমি এরূপ ভাব ধরিয়াছ কেন ? আত্মীয়গণের নিকট দুঃখ-ভাব

প্রকাশ করিলে দুঃখের অনেক লাঘবতা হয়, এবং তৎপ্রতিকারের উপায় হইলেও হইতে পারে।

প্রাণে—(স্বগত) হায়! বিধাতা কি এ হতভাগ্যের দুঃখের প্রতিকার নিরূপণ করিয়াছেন?

সীব—মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া বল। প্রকাশ না করিলে কেবল নিরর্থক দুঃখভোগ করিতে হইবে। আমার নিকটে তোমার অব্যক্ত কিছুই নাই, তবে দুঃখের কারণ প্রকাশ করিয়া আমার ব্যগ্রতা নিবারণ করিতে কি দোষ?

প্রাণে—তুমি আমার প্রাণের বন্ধু, তোমার নিকটে অব্যক্ত কিছুই নাই! আমার দুঃখ শ্রবণ করিলে তুমি কেবল অকারণ ক্লেশ ভোগ করিবে বলিয়াই তাহা প্রকাশ করি নাই।

সীব—সখা তুমি বিপরীত ভাবিয়াছ! আমি তোমার দুঃখে দুঃখিত হইব ইহা সত্য;

কিন্তু তোমার দুঃখের লাঘবতা সাধন করিয়া মনোমধ্যে যে প্রীতি পাইব, তাহা সেই দুঃখ হইতে শত গুণ অধিক? এক্ষণে মনোগত ভাব ব্যক্ত করিয়া আমার উৎকণ্ঠা দূর কর।

প্রাণে—তবে যদি নিতান্তই জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে, শ্রবণ কর। আমি আজি প্রাতে প্রমোদ-বনে যে কামিনীরত্ন সন্দর্শন করিয়াছি, তাহার প্রতি কি পর্য্যন্ত আসক্ত হইয়াছি কিছুই বলিতে পারি না। সেই অলৌকিক লাবণ্যবতীকে দর্শনাবধি আমার অন্তর অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছে। আমি ক্ষণকালের জন্য মনকে শান্ত করিয়া আত্মভাব গোপন করিতে পারিতেছি না। সেই চারুঙ্গীর মনোহর রূপ মনে পড়িলে আর কিছুতেই ইচ্ছা থাকে না। তাহাকে না দেখিয়া আমার হৃদয় ব্যাকুল হইতেছে, আর কি তাহাকে দেখিতে পাইব! হায়, অমোঘ-বল কটাক্ষশরে আমাকে জর্জ্জর

করিয়া সেই মুনি-মনোহরা এতক্ষণ কোথায় রহিয়াছেন। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া দীর্ঘ

কি ফল পাইলে!-

যৌব—তুমি এত কাতর হইতেছ কেন? তুমি জ্ঞানবান হইয়াও সামান্য এক রমণীর হাবভাবে মোহিত হইয়া আত্মবিস্মৃত হইলে। সে কামিনী কে, তাহার চরিত্রই বা কেমন এবং স্পৃহণীয় কি না, ইত্যাদি বিবেচনা না করিয়া একেবারেই তাহার কটাক্ষ-শরের বশীভূত হইলে। পণ্ডিতেরা কহেন, যে অজ্ঞাত-কুল-শীল ব্যক্তিকে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। অতএব, তুমি অজ্ঞাত জনকে মনঃ প্রাণ সমর্পণ কি রূপে করিলে?

প্রাণে—সখে, যাহার হয় সেই বুঝিতে পারে! তুমি কি জানিবে? অব্যাকুল-চিত্ত তুমি অনায়াসেই উপদেশ দিয়া লাঞ্ছনা করিতে পার! হায়, বন্ধ্যানারী প্রসব-যন্ত্রণার কি জানে!—আর কি বলিতে আছে বল, আমি সকলই বুঝিলাম।

যৌব—(স্বগত)এক্ষণে দেখিতেছি, উপদেশ বিফল, সখা নিতান্তই প্রণয়ের বশ হইয়াছেন; মিলন না হইলে শারীরিক অমঙ্গল হইতে পারে। (প্রকাশ্যে) না সখা, আমিতো তোমাকে ভৎর্সনা করিতেছি না। কেবল তোমাকে ধৈর্য্যাবলম্বন করান আমার উদ্দেশ্য, তুমি স্থির হও, আমি ত্বরায় সদুপায় করিতেছি। সম্প্রতি আমি তাহার সবিশেষ অনুসন্ধান করিতে যাই, সত্বরে প্রত্যাগমন করিব। (গমনারম্ভ)

প্রাণে—আসিবেতো ? আমি তোমার পথ চাহিয়া রহিলাম ; ভুলিও না।

যৌব—(ফিরিয়া)ভুলিব কেন ? এখনি আসিব। (প্রস্থান)

প্রাণে—(স্বগত) যখন কুসুম-কাননে প্রিয়ার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন প্রিয়া আমার প্রতি বৈরাগ্য প্রকাশ করেন নাই; বোধ হয় আশা সফল হইতেও পারে, কিন্তু আমার কপালে কি ফলে !—যখন আমি তাঁহার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম, তখন তিনি

নম্রমুখী হইয়াছিলেন, ইহাতে বড়ই আশঙ্কা হইতেছে। কিন্তু তিনিও আমাকে নয়নোপান্তে বারম্বার নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন! হায়, আমি কি অজ্ঞান! আমার কি তাহাতে অভিলাষ সাজে? দুর্ব্বৃত্ত মন, কেন অপ্রাপ্য ধনে আশা করিতেছ, আমার কপাল তেমন নয়।

(কালাংড়া, এক তালা।)

- - মিছে আশা মন তায়।
যে জন তোমার প্রতি বামনের শশী প্রায়॥
না জানহ আপনারে, জানিতে চাহ রে তারে
মন রে তোমার ভাব বুঝা নাহি যায়
আছিলে আপন বশে, মজি পর-প্রেম-রসে
অবশ হইলে শেষে কি করিব উপায়॥

সকলে কহিয়া থাকে, রীতি চরিত্র প্রভৃতি জ্ঞাত না হইলে প্রণয় হইবার সম্ভাবনা নাই; কারণ সুরীতি, সচ্চরিত্রাদিতেই প্রণয়ীদিগের মনে প্রথমে এক প্রকার ভক্তির

উদয় হয়, এবং সেই ভক্তি পরিণামে স্নেহে পরিণত হইয়া প্রণয়-সুখ সম্পাদন করে। কিন্তু এরূপ কথা কদাচ কোন প্রণয়-পণ্ডিতের মুখ হইতে বহির্গত হয় না; পরীক্ষাহীন জনেরাই ইহা কহিয়া থাকে। কারণ প্রণয়ীদিগের প্রথম সন্দর্শন হইলে তাঁহাদিগের পরস্পরের মুখারবিন্দ পরস্পর অবলোকন করিয়া মনোমধ্যে এক মোহন ভাবে অভিভূত হয়েন, এবং পরস্পরে যত দেখা হয়, ততই তাঁহারা সেই মোহন ভাবের বশীভূত হইতে থাকেন। ক্রমশঃ সেই ভাবে বিহ্বল হইয়া প্রণয়ীগণ প্রণয়াস্পদের সকল কর্ম্মই উত্তম বোধ করেন, এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির কিছু মাত্র দোষ দেখিতে পান না। এইরূপে সেই অজ্ঞাতকারণ-জাত মোহন ভাব হইতে ভক্তির উদয় হয়, এবং সেই ভক্তি পরিশেষে পবিত্র প্রণয় প্রসব করে। ইহাই যথার্থ, নচেৎ আমার এ দশা কদাচ হইত না। হায় আমি

সেই মুখপাকে অবলোকন করিয়া যে ভাবে বিহ্বল হইয়াছি, তাহা কেহই জানিতেছে না; যাঁহারা প্রণয় করিয়াছেন তাঁহারাই কিঞ্চিৎ বোধ করিতে পারেন। যাহাই হউক, আমি সেই সুধাংশু-বদনাকে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিলাম, তিনি যেরূপ করেন, তাহাই হইবে। কিন্তু আমি সেই রতিরূপা সাক্ষাৎ প্রণয়-দেবী হারা হইলে আর কাহাকেও হৃদয়ে স্থান প্রদান করিব না। হে প্রিয়ে! আমি নিতান্ত তোমার; তুমি আমার প্রণয়-সুধাকর শশী, যদি তুমি ঘৃণাও কর, তথাপি অধীনকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। হে প্রণয় দেবি, যদিও তুমি এ দাসকে ত্যাগ করিয়া নয়নান্তরবর্ত্তিনী হও, তথাপি আমার হৃদয়-পদ্মাসনে তোমাকে আমি প্রত্যহ অনন্যমনে সেবা করিতে নিরস্ত হইব না। অয়ি প্রাণেশ্বরি, আমার আর উপায় নাই। তুমিই আমার হৃদয়েশ্বরী, প্রণয়দেবী

হইয়াছ, তোমাকে সজ্ঞানে কখনই ভুলিতে পারিব না। হা!—(দীর্ঘ নিশ্বাস)

(কালংড়া। জলদ তেতালা।)

একবার ভাল বেসে কে আর ভুলিতে পারে।
ভুলিবার জন সেকি, যাহারে অন্তরে দেখি,
পলেক না হেরে আঁখি অধরা সলিল ভারে॥
ভুলিব বলি বদন, অনেক করে যতন,
তাহে কেঁদে বজে মন কেমনে ভুলিব তারে॥

হায় প্রাণেশ্বরি, কেনই বা আমার নয়ন গোচর হইলে, আর কেনই বা এ অধীনকে এত ক্লেশে রাখিয়া গেলে, ওঃ—ওরে মকর-কেতন তোর শরের কি ভয়ঙ্কর গুণ; তোর অসাধ্য কিছুই নাই; তুই যে যোগিকুলতিলক মহেশ্বরের ধ্যান ভঙ্গ করিয়াছিলি, তাহা আমি অসম্ভব বোধ করিতাম, কিন্তু এক্ষণে সেই সন্দেহ দূর হইল, তোর কুসুমশর-প্রভাবে পাষাণেরও আসক্তি জন্মিতে পারে!—কি শব্দ হইতেছে? (শ্রবণ) (চরণ-ধ্বনি) বোধ

হয় যৌবনাস্য সেই স্বরূপার সংবাদ লইয়া আসিতেছেন। আমি তাঁহাকে অগ্রসর হইয়া লই। (গাত্রোত্থানের উপক্রম) মুগ্ধ লোকেরা এই রূপই হইয়া থাকে, আমি অগ্রসর হইতেছিলাম। (দ্বারবানের প্রবেশ)

দ্বার—(প্রণাম করিয়া) মহারাজ, কালাচাঁদ বাবু আপ্‌কা সাথ্ মোলাকাৎ করনে মাংতা, হুকুম হোয় তো গোলাম উন্‌কো হিঁয়া লাওয়ে।

প্রাণে—(স্বগত) কালাচাঁদ সর্ব্বদা জিতেন্দ্রিয়তার প্রশংসা করেন এবং তিনি অতিগম্ভীর-স্বভাব, ন্যায়পরায়ণ ও দানশীল; তিনি আমাকে মুগ্ধ দেখিয়া অত্যন্ত বৈরক্তি প্রকাশ করিবেন, অতএব আমার সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু কি রূপেই বা এ ভাব গোপন করি। যাহা হউক, তিনি এক জন বন্ধু, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করা হয় না, (প্রকাশে) হাঁ বাবুকো লাও।

দ্বার—যো হুকুম মহারাজ, (মস্তক নত করিয়া প্রস্থান)

প্রাণে—(স্বগত) মন, কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন কর, আর কত লোক হাসাইবে!—

(কালাচাঁদের প্রবেশ)

(রাজা গত্রোত্থান করিয়া) আজি আমার শুভাদৃষ্ট ক্রমে আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম; আজি আমার সুপ্রভাত; উপবেশন করুন। এমন সময়ে অকস্মাৎ অধীনের ভবনে আগমনের কি কোন বিশেষ কারণ আছে?

কালা—আর কারণ থাকিলেই বা কি হইবে; তোমার যে রূপ বাগাড়ম্বরযুক্ত অভ্যর্থনার ভাব দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, যেন আমি এক জন কুটুম্ব, বিশেষ হৃদ্যতা নাই, অতএব কারণ বলিলে কি হইবে।

প্রাণে—(স্বগত) সত্য বটে, আমার মন কাহাকে কি রূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে!—(প্রকাশে) না সখা, হৃদ্যতার কিছু মাত্র ত্রুটি নাই,

এরূপ অভ্যর্থনায় দোষ কি ? আমার অন্তরেতো তোমার প্রতি কিছু মাত্র বিরাগ নাই ! আমি সত্য কহিতেছি, ইহা কোন আন্তরিক বিভাবের আদর্শ নহে। যাহা হউক এখন বস। (উভয়ের উপবেশন)

কালা—আমি তাহা বুঝিয়াছি ; তবে ভাবের বৈলক্ষণ্য দেখিলে সন্দিগ্ধ হইতে হয়; কিন্তু তুমি যখন সত্য করিলে, তখন বিভাবের কোন সম্ভাবনা নাই। আমার এরূপ স্বভাব নহে, যে আমি এক ব্যক্তি সত্য করিলেও অবিশ্বাস করি ; অতএব আমাকে ক্ষমা কর। আমি কেবল তোমার অভ্যর্থনার ভঙ্গি দেখিয়া এপ্রকার বলিয়াছিলাম।

প্রাণে—আমি আবার ক্ষমা কি করিব ; তুমিতো কোন অপরাধ কর নাই ; ভাবের বৈলক্ষণ্য দেখিলে সকলেই এরূপ বলিয়া থাকে। এ অপরাধ আমার, আমি তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

কালা—হাঁ এমন কথা ! তোমার কি ক্ষমা

প্রার্থনা সাজে ? সরল-হৃদয়ের অভ্যর্থনার জন্য কে কোথায় অপরাধী হয় ? যাহা হউক সে কথায় আর প্রয়োজন নাই ; এক্ষণে আমার কি কর্ত্তব্য তাহা বল ; আমিতো মহা বিপদগ্রস্ত হইয়াছি ।

প্রাণে—কি বিপদ হইয়াছে ; শারীরিকতো সকল মঙ্গল।

কালা—হাঁ শারীরিক মঙ্গল বটে।

প্রাণে—তবে কি বিপদ ?

কালা—আর ভাই, উজ্জয়িনীতে যে সকল বাণিজ্য দ্রব্যাদি পাঠাইয়াছিলাম, সে সমস্ত দস্যুদ্বারা অপহৃত হইয়াছে, এই সংবাদ গতরজনী দুই প্রহরের সময় পাইয়া মহাজনের ঋণ কি প্রকারে শোধ করিব তাহাই ভাবিতেছি । মনে করিয়াছিলাম, যে শ্যামালতার বাটী ও নূতন ক্রীত জমিদারী বিক্রয় করিয়া সেই ঋণ পরিশোধ করিব. কিন্তু ক্রেতা দেখি না, যদি কেহ তোমার সন্ধানে থাকে, বল, আমি তাহাকেই বিক্রয় করিব

প্রাণে—তোমার কত ঋণ হইয়াছে আমাকে বলিতে পারতো দেখি।

কালা—আর মিত্র, অনেক ধার হইয়াছে ; ৩০ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা হইলে আমি এক প্রকার গোচাইতে পারি।

প্রাণে—আঃ, এই বইতো নয়! তুমি আমার নিকট হইতে ৩০ সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা গ্রহণ কর; পরে সময় বিশেষে একবারেই হউক বা ক্রমশই হউক পরিশোধ করিও, অনর্থক ভূম্যাদি বিক্রয়ের আবশ্যক নাই।

কালা—তুমি মুদ্রা প্রদান করিলে আমি অত্যন্ত উপকৃত হই, এবং তোমার গুণে চিরকাল বশীভূত হইয়া থাকি। এত দিনে বুঝিলাম, যে পরমেশ্বর আমাকে এক দুর্ল্লভ বন্ধুরত্ন দিয়াছেন।

প্রাণে—ইহার জন্য তুমি আর কি বশীভূত থাকিবে, বিপদ্ কালে সুহৃদের মঙ্গল করা মিত্রের কর্ত্তব্য, আমি এ সময়ে তোমার উপকার না করিলে আমার মিত্রের কার্য্য

হয় না। তুমি এই লিখন কোষাধ্যক্ষকে দিয়া ৩০০০০ সুবর্ণ মুদ্রা গ্রহণ কর গে। (লিখন লিখিয়া কালাচাঁদকে প্রদান)

কালা—(লিখন দেখিয়া) আমি তবে এক্ষণে বিদায় হই, মহাজনের ঋণ যত শীঘ্র পরিশোধ হয়, ততই উত্তম। এই টাকা আমি অগ্রহায়ণ মাসে সুদ সহিত পরিশোধ করিব।

প্রাণে—কি? তুমি কি আমাকে এই টাকার জন্যে সুদ দিতে চাও? সুদ লইয়া টাকাতো অনেকেই কর্জ্জ দেয়, তবে বন্ধুতার কি উপকার?

কালা—না বন্ধু, তুমিতো বুঝ না, টাকার বিষয়ে মনে অনেক সন্দেহ হয়, কাজ কি, সুদ লইলেতো তুমি অপরাধী হইবে না।

প্রাণে—অপরাধী হইব না? অবশ্য হইব! সুদ গ্রহণ বন্ধুর কার্য্য নহে; আমি কখনই সুদ লইব না।

কালা—না বন্ধু, সুদ লইতেই হবে, আমি এক্ষণে আসি। (প্রস্থান)

প্রাণে—মুদ গ্রহণ বিষয়ে আমাকে ক্ষমা কর, কেন অনর্থক আমাকে পতিত করিবে। এক্ষণে এস্থানে থাকিয়া কি হইবে, পারিসদগণের সহিত থাকিলে কথোপকথনে এক প্রকারে সময় যাইবে; এরূপ স্বভাবের চাঞ্চল্য থাকিবে না; যাই তাহাদিগের নিকটেই যাই। (প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক সম্পূর্ণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

(বহির্ব্বাটীর এক প্রশস্ত গৃহ।—চূতমুখের প্রবেশ।)

চূত—কৈ কারো যে দেকা নেই!—ব্যালাতো অনেক হতে গ্যালো, রাজা যে আসেন নি। দেকি দেকিন কেষ্টোহরি ব্যাটা কি বলে;—(উচ্চৈঃস্বরে) ও কেষ্টোহরি! কেষ্টোহরি!

কৃষ্ণ—আজ্ঞে যাই! (উচ্চৈঃস্বরে)

চূত—মর্ ব্যাটার শব্দ ছাকো, য্যানো বাগে ধল্লে, (কৃষ্ণহরির প্রবেশ ও প্রণাম) ওরে, রাজা যে অ্যাকনো আসেন নি? কোন ব্যামো স্যামোতো হয় নি?

কৃষ্ণ—মোশাই, মহারাজ বড় অসুকে আচেন!

চূত—বলিস কি রে! ভেদ্ টেদ্ হয়েচে না কি?

কৃষ্ণ—আজ্ঞে তা নয়, মনের অসুকে আচেন্।

চূত—তাঁর আবার মনের অসুক কি হোলো, মাগ্ভো নেই যে লাতি মেরেচে!

কৃষ্ণ—বলেন্ কি মোশাই, রাজাদেরো কি মেগে লাতি মেরে থাকে ? মেয়ে মানুষের অ্যাতো ভর্‌সা হবে ক্যানো।

চুত—আরে ব্যাটা মুক্ষু, রাজাদের মেগেরা কি যে সে মেয়েমানুষ, তারা মেয়ে মদ্দানী। সে যা হোক, অ্যাকন্ ব্যাপারটা কি বল্‌তে পারিস ?

কৃষ্ণ—আজ্ঞে তা ক্যামোন্ কোরে বোল্‌বো, তবে বোদ হয়, কোনো মোন্দো খবোর্ এসেচে।

চুত—তাইতো কি খবোর্ আবার্ এলো, যা হোক্ অ্যাক্‌বার মহারাজের সঙ্গে ডাকা হোলে যে হয়।

কৃষ্ণ—আপ্‌নি এক্টু অপিক্ষে করুন না, মহারাজ একুনি আস্‌বেন।

চুত—মহারাজ আস্‌বেন ! সেই ভাল, এখানে বসে থাকি, অ্যাক্ ছিলিম তামাক আন দেকি।—(উপবেশন)

কৃষ্ণ—আজ্ঞে আন্‌চি। (প্রস্থান)

চুত—(স্বগত) আমার যেমন কপাল্, কোতা বামনীর কাচে বোল্লে এলুম যে রাজাটার কাচ্থেকে কিচু আদায় কোরে আনি গে; না কোত্থেকে আবার্ অম্বুক্ এসে যুট্লো : ভ্যাকোদেকি ব্যাটার্ অম্বুক্ য্যান আমার জন্যেই মুকিঁয়েছিলো। যা হোক, রাজাটাকে বড ভালোবাশি, অম্বুকের কথাত শুনে অব্ধি মোন্টা বড় চঞ্চল হোয়েছে। (রাজার প্রবেশ) এই যে নাম্ কোত্তে কোত্তেই হাজির। (গাত্রোত্থান করিয়া প্রকাশে) মহারাজের জয় হোক্. আজ যে বড় আপ্নাকে ভাবিত দেক্চি, কোন মোন্দো খবোর কি এসেচে ?

রাজা—চুতমুখ যে! (প্রণাম),কৈ মন্দ খবোর্তো: কিছুই আসে নাই।

চুত—তবে ভালো! কেষ্টোহোরে ব্যাটা বোল্যে যে, কোন মোন্দোখবোর এসেচে, তাই শুনে বড়ো ভাব্না হয়েছিলো।—তবে অ্যাকন কি হোয়েচে বোলুন দেকি।—

রাজা—তুমিতো সে সমস্তই জান।

চুত—জানি আবার কোত্থেকে ? মহারাজ ঠাট্টা কোচ্চেন্ না কি ?

রাজা—তুমি একেবারে আকাশ থেকে পড়্লে যে! আজি সকালের কথা কি স্মরণ নাই ?

চুত—থাক্‌বে না ক্যানো ! তা সকালের কতার সঙ্গে অ্যাকোন কি সম্পক্ক ? আপনি যে গান ভান্‌তে শিবের গীত আন্‌লেন।

রাজা—শিবের গীত নয় হে, শিবের গীত নয়!—(উপবেশন) একেবারে যে নূতন হইলে ?

চুত—নতুন্ হোলুম কোতা আবার ? বলি শিবের গীত নয়তো কি খুলেই বলুন।

রাজা—ভাল মূর্খ! এখনো বুঝিলে না? প্রমোদ বনে সেই কামিনীরত্ন দর্শনাবধি আমার মন বড়ই চঞ্চল হইয়াছে।

চুত—ওঃ, তাই বোলুন্! অ্যাতো বুজ্‌বো কি কোরে ? আদার ব্যাপারী জাহাজের খবোরে কি কোর্‌বো! আপ্‌নারা রাজা আপ্‌নাদের মোন্ মেয়েমানুষ দেকে চঞ্চল্ হয়, আম্‌রা পেটাত্তি বামুন, আমাদের লুচিমণ্ডা না দেক্‌লে মোন চঞ্চল হয় না।

রাজা—মিছা বকিও না, ইহার উপায় কি বলিতে পার? সে কামিনী কে এবং কোথায় থাকেন, তাহার কিছুইতো জানি না,—আর অবোধ মন এরূপ অভিভূত হইয়াছে, যে কিছুতে স্থির হয় না, কেবল তাহাতেই মগ্ন আছে। বোধ হয়, তাহার বিরহে জীবন থাকিবে না।

চূত—মহারাজ, অ্যাকেবারে যে পাগোলের মোতন্ কতা কৈতে লাগ্‌লেন। অ্যাক্‌টা কামিনীর জন্যে কে কোতা মোরে থাকে? তার্ নাম্ ধামের অ্যাতো ভাবনা কি, সে ভোটরাজ ধনপতি সিংহের মেয়ে।

রাজা—(সরোষে) দেখ বসন্তক, তোমার অতি বৃদ্ধি হইয়াছে। তুমি রহস্যের কি আর সময় পাইলে না?

চূত—(সভয়ে) মহারাজ রহস্য নয়। আপ্‌নার সখা যৌবনানন্দের সঙ্গে এই কতক্ষণ ছ্যাকা হোয়েছিলো। মহারাজ, সকালব্যালা কন্যাটীর কথা পাড়্‌লে তিনি বোল্লেন, সে ভোটরাজ্ ধনপতি সিংহের মেয়ে।

রাজা—বটে! তুমি যৌবনাসার সাক্ষাৎ কোথা পাইলে, এবং তিনি কোথা গমন করিলেন?

চুত—ক্যানো আপ্‌নার বাড়ির সুমুকেই তিনি বোলে গ্যালেন, যে তিনি কালাচাঁদের কাচ্‌থেকে শীগ্‌গির ফিরে আস্‌বেন।

রাজা—বসন্তক, তোমার প্রতি অনর্থক কোপ করিয়াছিলাম। বুঝিলাম্ তুমি রহস্য কর নাই, সত্যই কহিয়াছ। যাহা হউক তোমাকে এই অঙ্গুরিটি দিলাম, কিছু দুঃখ করিও না। তুমি সখা যৌবনাসাকে শীঘ্র আসিতে কহ গে।

চুত—মহারাজের কতায় আমি কি দুঃখু কর্‌বো, প্রভু ভৃত্যকে কি না বলে থাকে। তবে যৌবনাস্য মহাশয়ের তত্ত্বে চল্লুম্। (প্রস্থান)

রাজা—(স্বগত) তবে এই কামিনীধনেরই কথা বাণভট্ট কহিয়াছিল, কারণ বসন্তক কহিল যে ঐ রমণী ভোটেশ্বরের কন্যা, এবং ভট্টরাজও ইহার কথা কহিয়াছিল। বোধ

করি, বিধাতা প্রসন্ন হইয়াছেন। (কিঞ্চিৎ-কাল স্তব্ধ) ওঃ, প্রণয়ের কি অপূর্ব্ব শক্তি। বসন্তকের বাক্য শ্রবণাবধি অবোধ মন অধিক উদ্বিগ্ন হইতেছে, এক মুহূর্ত্তও স্থির হইতেছে না; কেবল সেই ললনার ভাবেই মুগ্ধ হইয়া তাহার মুখারবিন্দ দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে। আহা! প্রমোদ বনে তাহার যে সুমধুর ভাব-ঘটিত গীত শুনিয়াছি, তাহা আমার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে! আর সেই কিন্নরীকুল-লাঞ্ছিত-স্বর শ্রবণার্থ আমার শ্রবণ যুগল ব্যগ্র হইয়াছে। এক্ষণে সখা যৌবনাস্য আইলে সন্দেহ দুর হয়। তিনি আমাকে শান্ত করিবার জন্য এরূপ কহিয়াছেন কি না, তাহাও বুঝা যায় না। কিন্তু সখা মিথ্যা বলিবার ব্যক্তি নহে, দেখি। (পদধ্বনি, রাজার কর্ণপাত) এই যে কে আসিতেছে, বুঝি যৌবনাস্যই হইবেন। (দ্বার দেশে দৃষ্টিক্ষেপ ও যৌবনাস্যের প্রবেশ) মিত্র, তোমারই অপেক্ষা করিতেছিলাম।

সমাচার কি, তাহা কহিয়া আমাকে জীবন দান কর।

যৌব—আর চিন্তা কি! যে কামিনীর নয়ন-শরে আহত হইয়াছ, তাহারই সহিত তোমার সম্বন্ধ বাণভট্ট আনিয়াছিল। অতএব অনুরাগ, যোগ্য পাত্রেই পড়িয়াছে। অংশুমালীর প্রণয় কেতকীর প্রতি হয় না।

রাজা—সখে, তুমি আমাকে যে শুভ সংবাদ প্রদান করিলে তাহা কি বলিব, আইস তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া জীবন সফল করি। (আলিঙ্গন) মিত্রতার ফল এত দিনে পাইলাম। তবে বিবাহের দিন স্থির কর।

যৌব—অগ্রে স্থির হইয়া তাবৎ শ্রবণ কর। আমি তোমার নিকট হইতে প্রস্থান কালে কালাচাঁদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তিনি কহিলেন, অদ্য প্রাতে তোমার ভাবী বনিতা ধনপতি সিংহের কন্যাকে তুমি প্রমোদ-বনে দেখিয়াছ। ইহাতে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে তিনি কিরূপে জানিলেন,

তাহাতে তিনি কহিলেন, "আমি সবিশেষ জানি, আপনি অদ্য আমার বাটীতে গেলে সমস্ত জানিবেন।" তৎপরে আমি বাটী হইতে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া তাঁহার নিকট যাইবার সময় চূতমুখকে কহিলাম, "রাজাকে কহিও ভোটরাজ ধনপতি সিংহের কন্যাকে তিনি দেখিয়াছেন।" এই বলিয়া আমি প্রস্থান করিলাম।

রাজা—হাঁ, চূতমুখ একথা আমাকে বলিয়াছে। কিন্তু ধনপতি সিংহের কন্যা এখানে কিরূপে ও কি নিমিত্ত আসিয়াছে, তাহার কিছু শুনিলে!—

যৌব—তাহা সবিশেষ শুনিযাছি। ভোটরাজ তোমার অনুরাগ বুঝিতে তাঁহার মন্ত্রিপুত্র কালাচাঁদের সহিত কন্যাকে প্রেরণ করিয়াছেন।

রাজা—তুমি এ সমস্ত কিরূপে জানিলে?

যৌব—কেন, আমাকে কালাচাঁদ আপনি এ সকল কথা কহিয়াছেন।

রাজা—তবে কালাচাঁদ এ বিষয় আমাকে বলেন নি কেন, আমার সহিত তাঁহারতো যথেষ্ট প্রণয় আছে।

যৌব—অবশ্য কোন কারণ থাকিবে, তাহা না থাকিলে একথা তোমাকে অগ্রেই বলিতেন।

রাজা—যাহা হউক, বোধ হয় কালাচাঁদই এবিষয়ের কর্ত্তা, তা আর ভাবনা নাই। তিনি আমার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ প্রকাশ করেন, সুতরাং তিনি আমাকে চরিতার্থ করিতে কার্পণ্য করিবেন না। আর তিনি অতি সজ্জন ও পরোপকারী; আমার উপকার করিবেন সন্দেহ নাই। অতএব চল, আমরা তাঁহার বাটীতে যাই।

যৌব—আমাদিগের যাইবার কি আবশ্যক; তিনি আমার নিকটে তোমার সহিত সাক্ষাতের অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন, বরং আমি তাঁহাকে তোমার নিকটে প্রেরণ করি গে।

রাজা—না, তাহা কি কখন হয়, তিনি আমার নিকট সম্প্রতি কিঞ্চিৎ ঋণ লইয়াছেন,

তজ্জন্য এখানে আইলে আমি তাঁহাকে অনুরোধ করিতে পারিব না।

যৌব—(গাত্রোত্থান করিয়া) হাঁ! ঋণ লইয়াছেন তা কি? তিনি যখন এবিষয়ের কর্ত্তা হইয়াছেন, তখন অনুরোধ করিবেন না কেন? আমি চলিলাম, আহারাদি করিয়া কালাচাঁদকে প্রেরণ করিব। (প্রস্থান)

রাজা—আঃ, এতক্ষণে সজীব হইলাম! হৃদয়! এখন যত অভিলাষ করিতে হয় কর দুষ্প্রাপ্য বলিয়া যাহা অগ্রিজ্ঞান করিয়াছিলে তাহা স্পর্শনীয় রত্ন হইয়াছে। সত্বরেই হৃদয় শোভিত হইবে, আর ব্যগ্রতা কেন?

(বেহাগ। জলদ তেতালা।

—এমন হইলে কেন মন রে।
ধৈরজ ধরহ চিতে হও সচেতন রে॥
প্রেমধন সুধাময়, সেধন সামান্য নয়,
অনেক যতনে মেলে সেই মহাধন রে।
রাগ বিনে এই নিধি, কভু না মিলায় বিধি,
রাগতো হয়েছে তব হৃদয়-ভূষণ রে॥

তাই বলি রাগ ভরে, যত্ন কর নিরন্তরে,
কে না জানে মেলে শুধু যতনে রতন রে।
ব্যাকুল হইলে ফল কি হবে এখন রে॥

রাজা—(কর্ণপাত করিয়া) আহা! বৈতালিকেরা কি মধুর স্বরে গান করিতেছে! গীতের ভাবটি কি সুন্দর; বোধ হয় যেন আমাকেই প্রবোধ দিতেছে!—(স্তব্ধ থাকিয়া) আর বিলম্ব করা নয়, আহারের সময় হইয়াছে। যাই আহারাদি করি গে। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক সম্পূর্ণ।

তৃতীয় অঙ্ক।

(পূর্ব্বোক্ত গৃহে যৌবনাস্যের প্রবেশ)

যৌব—কৈ সখা কোথায়, এখনো যে বাহিরে আসেন নাই ; বোধ হয় এখনি আসিবেন। (উচ্চৈঃস্বরে) ওহে ধর্ম্মদাস, একবার এখানে এক ছিলিম তমাক লয়ে এসতো।

ধর্ম্মদাস—আজ্ঞে যাই—(ধর্ম্মদাসের প্রবেশ ও সপ্রণামে) মোশাই তামাক ইচ্ছা করুন।

যৌব—আঃ, দাওতো খাই, আহার করিয় ভাল তামাক খাওয়া হয় নাই। (হুঁকা গ্রহণ

ধর্ম্ম—ক্যানো মোশাই, অ্যাতোক্ষণ তামাক খাননি ক্যানো ?

যৌব—আর বাবু! তোমার রাজার জন্যে ঘোরায় আহারের বিলম্ব হইয়াছিল, আহা রান্তে নাম মাত্র তামাক খাইয়াই এখানে আসিতেছি।

ধর্ম্ম—মোশাই, মহারাজের কি হোয়েচে আ-

নেন ? তাঁহাকে আজ সকাল থেকে দুঃখিতের মোতোন দেক্‌চি ক্যানো ?

যৌব—তাহা কি জান না, তোমাদিগের রাজা অদ্য প্রভাতে প্রমোদবনে এক কামিনীকে দেখিয়া অত্যন্ত আসক্ত এবং ব্যাকুল হইয়াছেন। আমি সেই বিষয়েরি জন্যে তাঁহার নিকট আসিয়াছি, তাঁহার এত বিলম্ব হইতেছে কেন ?

ধর্ম্ম—মোশাই, বোদ করি তিনি এক্ষুনি আস্‌বেন, আজ্ঞে করেন মহারাজকে বলি গে।

যৌব—হাঁ বাপু, যাওতো মহারাজকে বল গে, আপনকার সখা যৌবনাস্য আপনার অপেক্ষা করিতেছেন।

ধর্ম্ম—যে আজ্ঞে চল্লুম্। (প্রস্থান)

যৌব—(কিঞ্চিৎক্ষণ তামাক খাইয়া হুঁকা রাখিলেন) (স্বগত) কালাচাঁদ যেরূপ ধর্ম্মশীলতা প্রকাশ করেন, তাহাতে বোধ হয় যে তাঁহার সর্ব্বৈব মিথ্যা, কেবল প্রতারণা মাত্র। যাহা হউক, কিছু বোঝা যায় না।

রাজা—(প্রবেশ করিয়া) কি ভাবিতেছ ?

যৌব—না মিত্র, কিছু ভাবি নাই। কালাচাঁদের নিকটে গিয়াছিলাম। তিনি কহিলেন যে তোমার সহিত সত্বরে সাক্ষাৎ করিবেন। (কালাচাঁদের প্রবেশ) এই লও, বলিতে বলিতেই উপস্থিত।

রাজা—এই যে! তোমারি কথা এতক্ষণ হইতেছিল।

কালা—অধীনের কথা আপনি কহিতেছিলেন, এ অতি সৌভাগ্যের বিষয়। (যৌবনাস্তের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) মহাশয়, আপনার ভৃত্য যে আমার বাটীতে আপনার অন্বেষণে এই মাত্র গিয়াছিল।

যৌব—কেন? কি নিমিত্তে আমার অন্বেষণ করিতেছে শুনিলেন ?

কালা—না, তাহার সবিশেষ শুনি নাই; সে কহিল বড় প্রয়োজন আছে।

যৌব—(রাজার প্রতি) তবে একবার যাই; কি প্রয়োজন দেখি গে।—

রাজা—তা যাও, কিন্তু বৈকালে আসিও।

যৌব—আসিব বই কি,—বৈকালের এখনো বিলম্ব আছে। (প্রস্থান)

কালা—মহারাজ আপনি অধীনকে কি জন্যে ডাকিয়াছিলেন ?

রাজা—তুমিতো সকলই জ্ঞাত আছ, আমি আর কি বলিব।

কালা—আমি আপনকার ভাব বুঝিতে পারিতেছি না। আমি কি জ্ঞাত আছি, বিশেষ করিয়া বলুন।

রাজা—আমি শুনিলাম, যে ভোটেশ্বর আমার অনুরাগ বুঝিতে তাঁহার কন্যা সৌদামিনীকে তোমার সহিত এ স্থানে প্রেরণ করিয়াছেন। তা তুমিতো আমার অনুরাগ দেখিতেছ।

কালা—এ কথা মহারাজকে কে কহিল ? ইহা যৌবনাশ্যের কর্ম্ম ! আমি এরূপ জানিলে তাঁহাকে সকল কথা কহিতাম না। তিনি যে একথাটি আপনার কর্ণে তুলিবেন, তাহা কিরূপে জানিব।

রাজা—আপনি তাঁহার প্রতি রাগত হইবেন না। তিনি আমাকে অত্যন্ত কাতর দেখিয়া রাজবালার বৃত্তান্ত জানিতে গিয়াছিলেন। আপনার প্রমুখাৎ তাহা শুনিয়া আমাকে শান্ত করণার্থ বলিয়াছেন।

কালা—তবে তাঁহার অপরাধ নাই। তিনি মিত্র-ধর্ম্ম পালন করিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে মহারাজের অভিপ্রায় কি? আপনার তবে সৌদামিনীর প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছে?

রাজা—তোমাকে অধিক কি বলিব; সৌদামিনীকে দেখিয়া অবধি আমি উন্মত্তের ন্যায় হইয়াছি। এক্ষণে কেবল তোমার মনোযোগের প্রার্থনা করি।

কালা—মহারাজ বলেন কি! আমি ভৃত্য স্বরূপ, আমাকে আজ্ঞা করিলেই যথেষ্ট।

রাজা—তুমি যদি আমার প্রতি সদয় হইয়াছ, তবে এই অনুরোধ করি, তুমি আমার অনুরাগতো জানিয়াছ, তবে আর বিবাহে বিলম্ব করিবার প্রয়োজন কি?

কালা—মহারাজ, আমি আপনার কাছে বড় লজ্জিত হইলাম, যে আমি এ অনুরোধটি রক্ষা করিতে পারিলাম না। আপনি আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, যে আমি আপনাকে তুষ্ট করিতে পারিলাম না।

রাজা—কেন, তোমার উপরতো এ বিষয়ের সমস্ত ভার আছে?

কালা—মহারাজ, তাহা থাকিলে আমি সৌদামিনীকে ভবদীয় হস্তে এই দণ্ডেই সমর্পণ করিতাম।

রাজা—তবে এ বিবাহের ভার কাহার উপর আছে?

কালা—ভোটেশ্বর আপনিই ইহার অধ্যক্ষ। আমি তাঁহার আজ্ঞানুসারে রাজকন্যাকে এ স্থানে অজ্ঞাতভাবে আপনার অনুরাগ বুঝিতে আনিয়াছি। বিবাহ বিষয়ে আমার হস্ত থাকিলে আমি মহারাজকে অগ্রেই সমস্ত ব্যাপার অবগত করিতাম।

রাজা—তবে উপায় কি? আমিতো আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারি না।

কালা—ভোটেশ্বর আমার ভূস্বামী এবং প্রভু। উঁহাকে আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া আপনার সহিত সৌদামিনীর বিবাহ দেওয়া আমার পক্ষে উচিত নহে। অথচ আপনার দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছি, আপনাকে সন্তুষ্ট করাও আমার কর্ত্তব্য। কি করি, আমি উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছি।

রাজা—তবে কি করি, এ যন্ত্রণা নিবারণের কি কোন উপায় আছে?

কালা—মহারাজ ব্যস্ত হইবেন না। সকলেরই উপায় আছে, স্থির হইয়া বিবেচনা করুন, হতাশ কেন হইতেছেন।

রাজা—আর কি উপায় আছে? তবে তুমি যদি কোন উপায় কর তবেই হয়।

কালা—মহারাজ আপনি অস্থির হইতেছেন কেন? ভগ্নাশ হইবার কারণ কি? ভোটেশ্বর আপনাকে কন্যাদানের মনস্থ করি-

য়াছেন তাহার সন্দেহ নাই। তবে পরস্পরের অনুরাগ না বুঝিয়া কন্যাদান করা অবিধেয় বলিয়াই সৌদামিনীকে আমার সহিত প্রেরণ করিয়াছেন। আমি গিয়া সম্বাদ দিলেই তাহা কর্তব্য তাহা করিবেন। অতএব আপনি কি ভাবিতেছেন বেন, আমি আপনার অপেক্ষা সমাচার কহিব।

রাজা—(হস্ত ধরিয়া) যদি এ কার্য্যসাধন করিতে পার, তাহা হইলেই চিরবাধিত করিবে। তোমাকে আমার অনুরাগের বিষয় বলা বাহুল্য; তুমিতো সকলই দেখিতেছ। (হস্ত ছাড়িয়া নিস্তব্ধভাবে অবস্থিতি)

কাল।—মহারাজ যে ভগ্নচিত্তের ন্যায় নিস্তব্ধ হইলেন?

রাজা—আমি অতি মূর্খ। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস)

কাল।—বলেন কি?

রাজা—(কর্ণ না দিয়া) হাঃ হৃদয়! তোমার দেখনের অভিলাষ বৃথা! তুমি আপনার

অযোগ্যতা কি বুঝিতে পার না? তুমি অধম, সে অমূল্য রত্ন তোমার হস্তে কেন আসিবে?

কালা—মহাশয় যে নিতান্ত অবোধ হইলেন, স্থির হউন।

রাজা—অমূল্য ধনে সকলেরি অভিলাষ হয়, কিন্তু সেই অমূল্য ধন সকলের প্রতি আসক্ত হয় না, যোগ্য পাত্রেই আসক্ত হয়। অতএব আমার আশা অমূলক। সেই বিধুবদনা এ নীচ জনে অনুরাগিণী হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

কালা—মহারাজ, স্থির হউন।

রাজা—(কর্ণ না দিয়া) ওঃ, আর যাতনা সয় না (দীর্ঘ নিশ্বাস)

ওরে অনুরাগ! তোর কামের নিগড়
কে পারে এড়াতে বল্ ভুবন ভিতরে।
শুনিয়াছিলাম প্রেম সুখের আকর,
যদি পরস্পর-মনে আবির্ভূত হয়।
কিন্তু কভু জন্মাইলে এক জন-মনে
অনল অধিক হয়ে তুই অনুরাগ
পোড়াস তাহারে; ওরে পাষাণ হৃদয়!

হায়, আমি দগ্ধকায়, কেমনে বলিব
বন্ধু বর্ণনা করিতে কত ক্লেশকর
একমনে অনুরাগ, মৃতমুখ হয়ে
অন্তর যখন কিছু না পারে বলিতে ! —

কালা — (হস্ত ধরিয়া) মহারাজ আমি জানিয়াছি এত কাতর কেন হইয়াছেন? প্রণয়াস্পদের ভাব অগ্রে জ্ঞাত হইল।

রাজা — হায়, তাহাও কি জানিতে হয়! আমার আননেই না কি প্রকাশ?

কালা — আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, জানিতে পারিবেন। অতএব উদ্বেগ শান্তি করুন, আপনি সিদ্ধমনোরথ হইবেন।

রাজা — তুমি কি আমাকে প্রতারণায় শান্ত করিবে? যদি এ ক্লেশ তোমার হইত তবে বুঝিতে!

কালা — (সভয়ে) আপনি স্থির হইয়া শ্রবণ করুন, আমি সত্য কহিতেছি, প্রতারণা করি নাই, আপনি সিদ্ধমনোরথ হইবেন।

রাজা — (হস্ত ধরিয়া) তবে তুমি আমাকে কি

সাহসে এ প্রকার আশ্বাস দিতেছ, তাহা বলিয়া আমার উদ্বেগ দূর কর, বোধ হয় তুমি কিছু জান।

মালা—আপনি কহিলেন; যে সৌদামিনী আপনার প্রতি অনুরাগিণী হইবার সম্ভাবনা নাই এ কথা সত্য নহে।

রাজা—তবে কি প্রাণেশ্বরী প্রেমাধীনের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছেন?

মাল.—মহারাজ, আপনিও যেরূপ [illegible]; সৌদামিনীও সেইরূপ হইয়াছেন। আপনাকে দর্শনাবধি তাঁহার আর কিছুতেই মনঃ স্থির হয় না; কেবল মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, এবং কখন কখন সখীকে কহিতেছেন "আহা! প্রাণেশ্বরকে আবার কখন দেখিব, সখি, প্রাণেশ্বরের কি অধীনীকে মনে আছে? তিনি কি আমার ন্যায় সামান্য জনকে প্রেম-পাত্রী করিবেন?" তাঁহার স্নান আহারাদি কিছুই হয় নাই। আর ক্ষণে ক্ষণে অচেতন প্রায়

হইতেছেন। থাকিয়া থাকিয়া সজল নেত্রে কহিতেছেন, "হাঃ নাথ, তুমি দেববালার আরাধ্য, আমি সামান্যা মানুষী হইয়া তোমাকে কিরূপে পাইব।"

রাজা—তুমি যে সকল বর্ণিলে, সে সমস্ত আমার অসম্ভব বোধ হইতেছে।

[illegible]—না আমি [illegible] বলিয়াছি, ইহার মধ্যে কিছু মাত্র কৃত্রিম নহে।

রাজা—আহা, [illegible] অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। [illegible] কি দয়ার লেশ মাত্র নাই? সেরূপ কোমলাঙ্গীকে [illegible] কি তাহার [illegible] না? [illegible] প্রাণেশ্বরী [illegible] [illegible] [illegible] শ্বরী সুস্থ হন [illegible] কর।

কামা—মহারাজ, আপনাকে পাইলেই তিনি সুস্থ হন, কিন্তু তাহা কি প্রকারে হইতে পারে? জ্যেষ্ঠেশ্বর আমাকে [illegible]

আপনাদের পরস্পরের অনুরাগ বুঝিয়া সৌদামিনীকে লইয়া যাইতে বলিয়াছেন।

রাজা—তা তুমিতো অনুরাগ বুঝিয়াছ। তবে কন্যাই প্রস্থান কর না, এবং ভোটেশ্বরের নিকটে গিয়া যাহাতে একর্ম্ম সত্বরে নির্ব্বাহ হয়, তাহার চেষ্টা করিবে।

কালা—সেখানে গেলে আমাকে আর চেষ্টা করিতেও হইবে না। ভূপতি আপন কন্যার অবস্থা দেখিলে আপনিই অবিলম্বে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার কন্যা প্রস্থান করা হইতে পারে না।

রাজা—কেন, প্রস্থানে প্রতিবন্ধক কি?

কালা—মহারাজ, রাজবালাকে সৈন্যাদি ভিন্ন লইয়া যাওয়া হয় না। তা এখন তাহারা তো উপস্থিত নাই, এবং যে কিঞ্চিৎ মূল ছিল তাহাও শেষ হইয়াছে, সুতরাং তাহাদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতে হয়।

রাজা—কেন, আমার সৈন্যাদি লইয়া যাইতে

পাত্র, এবং অন্যান্য যে কিছুর আবশ্যক হয়, তাহা আমার ভাণ্ডার হইতে লইলেই হইবে।

মালা—তাহাও কি হইয়া থাকে, প্রাণেশ্বর জানিতে পারিলে আমার প্রতি অত্যন্ত রাগত হইবেন; কারণ তিনি আমাকে স্পষ্টাক্ষরে আপনাদিগের পরস্পরের অনুরাগ গুপ্ত রাখিতে কহিয়াছেন। একথা আপনি যে জানিয়াছেন, তাহাতো প্রাণেশ্বরের নিকট প্রকাশ করা হইবে না। কিন্তু আপনার লোকজন সঙ্গে লইলে তাহা অবশ্যই মহারাজের কর্ণে উঠিবে।

রাজ্ঞী—তা আমার লোকজন সঙ্গে না লইলে, অন্য লোকে প্রকাশ করে না। আমি শপথ দিতেছি। একথা ব্যক্ত না করিলে যে প্রাণেশ্বর কি রূপে জানিতে পারিবেন?

মালা—হাঁ, তাহা হইলে হইতে পারে। কিন্তু এত ব্যস্ত হইবার কারণ কি? রাজকন্যা কি আর বুঝাইলে বুঝিবেন না। আর

আপনাদিগের নিকটে অনর্থক এত ঋণ-গ্রস্ত হওয়া আমাদিগের শোভা পায় না।

রাজা—ঋণ কি? যদি আমাদিগের বিবাহ হইত, তাহা হইলে আমার মহিষীর সহিত কত সৈন্যাদি পাঠাইতে হইত, এবং কত ব্যয় হইত। তদ্রূপ যখন উভয়ের অনুরাগ হইয়াছে, তখন এক প্রকার বিবাহই হইয়াছে। অতএব, তুমি আমার আজ্ঞায় হইতে আর কেন এত ব্যয় লইতে কুণ্ঠিত হইতেছ কেন?

কামা—আপনি যাহা কহিলেন, তাহা অন্যায় নহে; যেরূপ আজ্ঞা করেন তাহাই করি।

রাজা—তবে তুমি রাজকন্যাকে লইয়া কোন্ সময়ে যাত্রা করিবে?

কামা—আপনি যেরূপ আজ্ঞা করেন, অনুমতি হয় অদ্যই যাত্রা করি, বিলম্বের প্রয়োজন কি।

রাজা—তবে অদ্যই যাত্রা কর; শুভ কর্ম্মে বিলম্ব নিষিদ্ধ; যত শীঘ্র হয় ততই উত্তম।

কালা—তবে আপনি মন্ত্রীকে আজ্ঞা করুন, যে আমাকে আবশ্যক মত অর্থ ও দ্রব্যাদি প্রদান করেন। আমি অদ্য সন্ধ্যার মধ্যেই যাত্রা করিব।

রাজা—উত্তম; কিন্তু সৈন্যাদি সংগ্রহ [illegible] [illegible] হইবে ?

কালা—যদি না হয়, তবে নগরের [illegible] অস্ত্রাদি [illegible] সংগ্রহ করিব।

রাজা—ই। এ পরামর্শ [illegible], তবে মন্ত্রীকে আসিতে কহ। [illegible]

([illegible])

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

রাজা—যাও মন্ত্রীকে বোলাও

মন্ত্রী (প্রবেশিয়া) কি জন্য মহারাজ! [illegible]

রাজা—(কালাচাঁদের প্রতি) তুমি যে কার্য্য যা হাতে সহজে সম্পন্ন হয় তাহাই করিবে।

কালা—মহাশয় এ কথা বলা বাহুল্য। [illegible]

শ্বর আপনার অনুরাগের কথা শুনিলেই কন্যাকে লইয়া আসিবেন, কিম্বা আপনাকে থাকিতে অনুরোধ করিবেন।

মন্ত্রী। (প্রবেশ করিয়া সপ্রণামে) মহারাজ কি আজ্ঞা হয়।

রাজা।—দেখ মন্ত্রী, কালাচাঁদ বাবু ভাণ্ডার হইতে যাহা গ্রহণ করেন, তাহাই দাও যে, তোমায় বিশেষ প্রয়োজন আছে।

মন্ত্রী।— আজ্ঞা এখনি দিতেছি, (কালাচাঁদকে) মহাশয় আসুন। (প্রস্থান)

রাজা।—মহাশয়, আর বিলম্ব কেন? (কালাচাঁদের প্রতি)

রাজা। (আলিঙ্গন করিয়া) আমি তোমার প্রতিই সকল নির্ভর করিলাম। তুমি অদ্য হইতে আমার পরম বন্ধু হইলে।

কালা।—আমার সৌভাগ্য। (স্বগত) এতক্ষণে কলে একজনে ফেলিলাম। (প্রস্থানোদ্যোগ)

রাজা।—দেখো আমাকে ভুলিও না।

কালা।—মহারাজ কি না ভুলিবার হয়। (প্রস্থান)

রাজা—(উপবেশন করিয়া স্বগত) কালাচাঁদ তো আজই প্রস্থান করিবেন, প্রাণেশ্বরীও তাঁহার সহিত অনেক যাত্রা করিবেন. অভাগিতো ইহার মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাইব না। এ সময় কিরূপে যাপন করিব. প্রিয়ার চন্দ্রবদন দর্শনার্থে মন অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছে। তাঁহাকে না দেখিলে কিরূপে স্থির হয়। আমাদিগের ফিরে, তিন মাসের মধ্যে হইবে না; অতএব এ সময় কি করিয়া থাকিব। যাঁহাকে ক্ষণেক বিরহে দেখিতে চায়, তাঁহাকে এক দিন না দেখিয়া কি প্রকারে স্থির হইব। প্রেয়সি বিরহানল এখনিই আমাকে দগ্ধ করিতেছে, ... জীবন ধারণ দুষ্কর হইবে। ... ইহারতো কোন উপায় নাই। ... যাহা ভাগ্যে লিখিয়াছেন, তাহা অবশ্য হইবে। ... প্রাণেশ্বরী-ভাবের পক্ষে ... পূর্ব্বকাল কি ভয়ঙ্কর।

গোবর্দ্ধন— মধ্যে কি, ভাবিতেছ?

রাজা। সখা! যে এত সত্বরে প্রত্যাগমন করিলে, কি কর্ম্ম ছিল?

যৌব—কিছুই না, মোলাচাঁদ আমাকে প্রতারণা করিয়াছেন। কই আমাকেতো কেহই অন্বেষণ করে নাই। ভৃত্যেরাতো সকলেই রহিয়াছে। তবে তিনি কিরূপে কহিলেন যে আমাকে এক জন ভৃত্য খুঁজিতেছে।

রাজা। না তাঁহার মিথ্যা বলিবার প্রয়োজন কি? বোধ করি তোমার কোন ভৃত্য [illegible] কার্য্যে গিয়াছিল, এবং সেই [illegible] আগমন করিয়াছে।

যৌব। কিন্তু আমার মনে বড় সন্দেহ জন্মিয়াছে। যাহা হউক, মোলাচাঁদ [illegible] কি বলিলেন।

রাজা। তিনি অদ্য সকালে [illegible] সাহেব [illegible] আগ্রা [illegible] করিয়াছেন, রাজবালার আমার প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ হইয়াছে, সুতরাং ত্বরায় শুভ সংবাদ পাইলেই কন্যা-দানে প্রবৃত্ত

হইবেন, তজ্জন্য তিনি আমার ভাণ্ডার হইতে আবশ্যক মত ব্যয় লইয়া অদ্যই যাত্রা করিবেন।

জীব। দেখা বোধ হয়, কালাচাঁদের কোন অসদভিসন্ধি আছে। তাঁহার প্রতি আমার সন্দেহ জন্মিয়াছে।

[illegible]। তোমার এ অন্যায় সন্দেহ, তিনি অতি সজ্জন। এক্ষণে চল, অদ্য রাজকার্য্যাদি কিছু দেখা হয় নাই। রাজার নিকট অতঃপর যাওয়া যাউক।

তৃতীয় অঙ্ক সম্পূর্ণ।

চতুর্থ অঙ্ক।

(তিন মাস পরে প্রভাতের পর বহির্ব্বাটীর এক গৃহে রাজা ও যৌবনাশ্ব উপবিষ্ট।)

রাজা—সখে, কালাচাঁদতো অনেক দিবস হইল গিয়াছেন, কোন সংবাদ কেন প্রেরণ করেন না ?

যৌব—তুমিতো দেখি সেই কথা লয়েই আছ! তিনি গেলেনইবা কত দিন, যে উহার মধ্যে সংবাদ পাঠাইবেন।

রাজা—সে কি, তিনিতো অদ্যদিয় হইল যান নাই।

যৌব—তিনি কত দিন হইল যাত্রা করিয়াছেন ? ইহারই মধ্যে কি সংবাদ আসিবার সময় হইয়াছে ?

রাজা—বল কি, তুমি কি জান না ? তিনি প্রায় সার্দ্ধ তিন মাস হইল গিয়াছেন ভোটরাজ্যে যাইতে কখন সার্দ্ধ এক মাসের

অধিক হয় না, বরং সত্বরে গেলে এক মাস চারি দিনের মধ্যেই যাওয়া যায়।

গৌর—সে কি, তিন মাসের অধিক কিরূপে হইবে? বোধ হয় তুমি বিস্মৃত হইয়াছ।

রাজা—না বিস্মৃত হইব কেন? কালাচাঁদ যে দিবস এ স্থান হইতে যাত্রা করিয়াছেন, তাহা অদ্য লইয়া তিন মাস দশ দিন হইল, আমার সম্পূর্ণ স্মরণ আছে, কিছু ভ্রান্ত সন্দেহ নাই।

গৌর—তবে সংবাদ না আসিবার কারণ কি? তোটেশ্বর কেবল তোমার ও সৌদামিনীর পরস্পরের অনুরাগ জানিবার অপেক্ষা করিয়াছিলেন, তবে যখন সম্পূর্ণ অনুরাগ জন্মিয়াছে, তখন তিনি সংবাদ প্রেরণে কি নিমিত্ত বিলম্ব করিবেন? তোটরাজ সংবাদ পাঠাইতেন। হয় তিনি কিছু জানেন না, নয় কালাচাঁদ তোমাকে প্রতারণা বাক্য কহিয়াছিল।

রাজা—কালাচাঁদ কিরূপে প্রতারণা বাক্য

কহিয়াছেন ? আমাকে সৌদামিনী দানের বিষয়কে ভোজরাজ আপনিই বাগ্দত্ত হইয়া আছেন।

যৌব — সংবাদ না আসিবার হেতু কি ? আমাদের পক্ষেতো এত বিলম্ব হইতে পারে না !

রাজা — ভোজেশ্বর যদি অন্য কোন ব্যক্তির সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিবার স্থির করিয়া থাকেন, [illegible] পাঠাইবেন ?

যৌব — তাহাও কি হয় ? তিনি আপনি স্বমুখে তোমাকে কন্যা-দানের অঙ্গীকার করিয়াও কি তোমাকে বঞ্চিত করে অন্য ব্যক্তিকে কন্যাদান করিতে পারেন ? তাহা হইলে তাঁহার কলঙ্কের সীমা থাকিবে না, ও কোন ভূপতি তাঁহাকে প্রত্যয় করিবে না। অতএব, এসন্দেহ অমূলক ; ভোজরাজ অতি সুপ্রবীণ, তিনি একপ গর্হিত কর্ম্ম কখনই করিবেন না।

রাজা।—সখে দেখ, আমার বাম নেত্র কম্পিত হইতেছে, ইহা অশুভ ঘটনার পূর্ব্ব লক্ষণ;—আমার অত্যন্ত ভয় হইতেছে,—হৃদয় কম্পিত হইতেছে,—মনঃ স্থির হয় না,—এ সকলই অমঙ্গল সূচক,—এত দিনে বুঝি আমার আশা-সূর্য্য অস্ত হইল,—বোধ হয় সৌদামিনীর কোন বিপদ ঘটিয়াছে,—নচেৎ এত সংবাদ না পাইবার কারণ কি হইল। হা প্রাণেশ্বরি! [illegible] তোমার কাছে কি উচিত বিদায় হইয়াছিলে? যদি উহাকে লইবার ছিল, তবে কেন তাহাকে দেখাইলে। সে আশা, চন্দ্রমুখের সুধার নিকট হইতে আনিয়া পুনশ্চ কেন হরণ করিলে! আহা! বিপদ-সাগরে পড়িয়া কোমলাঙ্গী কতই অশ্রুপাত করিতেছেন! এ বিপদ উঁহার না ঘটিয়া আমার হইলেও ভাল হইত! (কাতর হইয়া মৌনভাবে স্থিতি।)

ধীর।—(স্বগত) আহা, কুসুমায়ুধের কি অলৌকিক শক্তি! তাহার অমোঘ পরাক্রমে

যোগী ব্যক্তিও পরাস্ত হন। আর, প্রিয়বন্দ্য জ্ঞানবান ও ধীরপ্রকৃতি হইয়াও উন্মত্তের অধিক হইয়াছেন। যে প্রকার দেখিতেছি, তাহাতে সম্পূর্ণ বোধ হয়, যে কালাচাঁদ সৌদামিনীকে লইয়া প্রস্থান করিয়াছেন, সুতরাং সখার সৌদামিনী পাইবার আশায়, প্রাণাধিক প্রিয়সখার এতদুর্দশা হওয়া দুষ্কর। আর সখার যে প্রকার দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয় সৌদামিনীকে না পাইলে জীবন ত্যাগ করিতে পারেন। তাহা হইতে কাহারও অধিক অনুরাগী হইলে মনুষ্য-জাতিতে নিস্তার হয় না. এসময় সখার জীবন রক্ষার চেষ্টা না করা যুক্তি যুক্ত নহে। অতএব এক্ষণে সখাকে বুঝাইয়া সৌদামিনীকে পাইবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। (প্রকাশে) সখে স্থির হও, এখন ব্যস্ত হইলে চলিবে না। মূর্খেরাই বিপদকালে উপস্থিত হইলে প্রতিকার চেষ্টা না করিয়া একেবারেই হতাশ হয়। কিন্তু তুমি জ্ঞান-

বান হইয়াও যে এরূপ কাতর হইলে কেন, তাহার কিছুই বুঝিতেছি না। তুমি এক্ষণে যেরূপ হইয়াছ, তাহাতে লোকে তোমাকে উন্মত্ত ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারে না; কিন্তু আমি তাহা কিরূপে বলিব। কিছু-পূর্ব্বে তুমি সম্পূর্ণ জ্ঞানের কথা কহিতে-ছিলে। যাহা হউক, আমার বাক্য শ্রবণ কর। আর কাতর হইও না। কাতর হইলে বিপদ ভিন্ন আর কিছুই হইবে না। অত-এব, স্থির হইয়া উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করা আবশ্যক।

প্রা — সখে, যদি রাজবালার কোন অশুভ ঘটনা হইয়া থাকে, তবে তাহার আর কি উপায় করিবে? পিতামাতা কোন সঙ্কটে পড়িয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা ব্যতীত সংবাদ না আসিবার কোন কারণ নাই।

[illegible] — তুমি যাহা ভাবিতেছ, তাহা ঘটিবার কোন সম্ভাবনা নাই, কারণ চৌর [illegible]

ধূর্ত্ত লোকদিগের কখনই এরূপ সাহস হ না, যে সৈন্যাদি সহিত স্বদেশোন্মুখী রাজ- [illegible] মন্দ চেষ্টা করে। দস্যুদিগের [illegible] [illegible] ভয় নাই, যে যমতুল্য সৈন্য সমে [illegible] আক্রমণ করিবে।

[illegible]—[illegible] কোন বিপদ না ঘটিবে তবে অদ্যাবধি তাঁহার কোন সংবাদ [illegible] আসিবে কেন?

[illegible]—[illegible] বিপদ ঘটে নাই, [illegible] বল, কি কারণে যাইতে পারে? [illegible] [illegible] সংবাদ আসি [illegible] কি না দস্যু-ভয়ের সম্ভাবনা নাই।

[illegible]—যদি দস্যু-ভয়েরই সম্ভাবনা নাই, তবে আর কি বিপদ হইতে পারে?

[illegible]—[illegible], বিপদগ্রস্ত হইলে লোকের [illegible] [illegible] বুদ্ধি হয়; আমি তোমারও সেই [illegible] দেখিতেছি। তোমার এখনও চৈতন্য [illegible] নাই! সৌদামিনীর ভাগ্যে যে কি ঘটি য়াছে তাহা তুমি এখনও বুঝিতে পা[illegible]

নাই! আহা, আমি কাহার দোষ দিব। হে বিধাতঃ, সরল ও সদয়প্রকৃতির কি এই পুরস্কার দিলে? যাহা হউক, তুমি কৃপাময়, তুমি যাহা কর সে সমস্তই আমাদিগের মঙ্গলার্থে। তোমার অপূর্ব্ব লীলার কিছুই বুঝা যায় না। তোমার নিকটে বিপত্তি ও সম্পত্তি উভয়ই সমান; তুমি সকল হইতেই মঙ্গলোৎপত্তি করিতে পার।

রাজা—(সকাতরে) সখে, তুমি করুণস্বরে এত আক্ষেপ কেন করিতেছ? তোমার বাক্যে আমার হৃদয় ব্যাকুল হইতেছে। তুমি যে রূপ আক্ষেপ করিতেছ, তাহাতে বোধ হয়, সৌদামিনীর কোন শারীরিক অমঙ্গল ঘটিয়াছে। (যৌবনাস্যের হস্ত ধরিয়া) হে মিত্র, তুমি আমার সৌদামিনীর প্রতি অনুরাগ বিলক্ষণ অবগত আছ। এ প্রকার সন্দেহ-জালে আবদ্ধ থাকা অপেক্ষা মরণ শ্রেয়, আমার ভাগ্যে যাহা আছে তাহা অবশ্যই হইবে, কখনই খণ্ডিত হইবে না

এরূপ ক্লেশ ভোগ করা অপেক্ষা অধিকতর যন্ত্রণা আর কিছুই নাই। অতএব যদি প্রেয়সীর কোন শারীরিক অমঙ্গলের সংবাদ পাইয়া থাক, তাহা ব্যক্ত করিয়া বল;—তাহাতে আমার এ বর্ত্তমান ক্লেশ হইতে আর কি অধিক ক্লেশ হইবে। বরং গোপন করিলে সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া আরো অধিক কষ্ট পাইব।

যৌব—(স্বগত) আহা, প্রণয়ের কি প্রভাব! ইহা লোককে একেবারেই অন্ধ ও বধির করে। (প্রকাশে) সখে তোমাকে দুষি না; অতিশয় কিছুই মন্দ নহে; তুমি অতিশয় সরলস্বভাব বলিয়াই এ বিপদে পড়িয়াছ। সৌদামিনীর কোন সংবাদই আমি জানি না। রাজকন্যার দেহসম্বন্ধে কোন অশুভ ঘটিলে ভোটরাজ অবশ্য তোমাকে সমাচার লিখিতেন। অতএব তাহা নহে; সংবাদ না আসিবার কালাচাঁদই মূল। তাঁহার প্রতি এক্ষণে আমার সম্পূর্ণ অবিশ্বাস জন্মিয়াছে।

রাজা—কেন? কালাচাঁদ ইহার মূল কিসে প্র হইলেন? এ বিষয়ে তাঁহার কি দোষ দেখিলে? আমার বিবেচনায় তিনিতো অতি ধর্ম্মভীত ও সৎলোক। তোমার তাঁহাকে এত অবিশ্বাস কেন হইল, বুঝিতে পারি না।

যৌব—তুমি আপনার সরলতা প্রযুক্ত সকলকেই সৎস্বভাব ও ধার্ম্মিক বোধ কর, কিন্তু সকলেই সেরূপ হইলে ধরাতলে দুঃখের উদ্ভব হইত না। কালাচাঁদ যে প্রকার ধর্ম্মভয় প্রকাশ করেন, তাহাতে কেমন অবিশ্বাস জন্মে।

রাজা—এ তোমার অন্যায় কথা। তিনিতো কখনই তো অধর্ম্মাচারী হইতে পারেন না।

যৌব—কি আশ্চর্য্য! তোমার এখনো জ্ঞান-চক্ষু উদয় হইল না। আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম যে কালাচাঁদের কোন অসদভিপ্রায় ছিল, এবং এবিষয় তোমাকেও কহিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া তাহাকে অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতে সময় দিলে, তাহা-

তেইতো এত কষ্ট পাইতেছ। ভ্রান্তি-তি-
মির তোমাকে এরূপ আচ্ছন্ন করিয়াছে, যে
এ পর্য্যন্তও তুমি তাহার ধূর্ত্ততা বুঝিতে
পার নাই।

রাজা।—তাঁহার কি অসদভিপ্রায় থাকিতে
পারে? তিনিতো আপনি যাইতে প্রস্তুত
ছিলেন না, এবং আমার নিকট হইতে অর্থ
লইতেও প্রথমত সম্মত হন নাই। কেবল
আমিই তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া এ কার্য্যে
প্রবর্ত্ত করিয়াছি, এবং ভাণ্ডার হইতে অর্থ
প্রদান করিয়াছি।

ঘোর।—রাজা! তুমি তাঁহাকে কিনিমিত্ত অর্থ প্র-
দান করিয়াছ? তিনি কি আপনি চাহিয়াছিলেন?

রাজ।—না; তিনি চাহিলেন না। আমি তাঁ-
হাকে যখন সত্বরে প্রাণেশ্বর সমীপে যাত্রা
করিতে কহিলাম, তখন তিনি বলিলেন, যে
অর্থাভাব প্রযুক্ত তিনি সত্বরে যাইতে পা-
রিবেন না, অর্থাশ্বরের সৈন্যাদি আইলে
যাইবেন। ইহাতে আমি তাঁহাকে মদীয়

ধনাগার হইতে অর্থ প্রদানার্থ অনুরোধ করিলাম।

সৌব—তবে চাকরগণের বাকী কি? আর কি আগে চাহিতে হয়? তুমি তাহাদের কত মাস দিয়াছ?

রাজা—কর্মচারিদের যেকিছু অর্থের আবশ্যক হয়, তাহা মন্ত্রীকে আজ্ঞা দিয়ে দিতে বলিয়াছিলাম। তিনি কই দিয়াছেন, না দিতে পারি না।

সৌব—সে কি, তুমি তো সর্ব্বদা নিকট হইতে কাল নাই? তবে মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য।

রাজা—হাঁ, তাকে জিজ্ঞাসা করা যাক না। (দৌবা-রিকে) কঞ্চুকি!

কঞ্চু—(প্রবেশ ও সম্মুখে) মহারাজ কি আজ্ঞা হয়?

রাজা—মন্ত্রীকে হেথায় আসিতে বল।

কঞ্চু—(সপ্রণামে) যে আজ্ঞে মহারাজ। (প্রস্থান)

যৌব—মিত্র, তোমার নিমিত্ত আমার বড় চিন্তা উপস্থিত হইল। (কিঞ্চিৎকাল অন্য মনে থাকিয়া) দেখি মন্ত্রী কি বলেন।

রাজা—কি চিন্তা উপস্থিত হইল?

(মন্ত্রী প্রবেশ ও প্রণাম করিয়া)

মন্ত্রী—আয়ুষ্মান্! ভৃত্যকে কি অনুমতি হয়।

যৌব—না জানিয়া তাহা এক্ষণেই জানিবে (মন্ত্রীর প্রতি) ভাল মন্ত্রী, কালাচাঁদ রাজ ভাণ্ডার হইতে কত অর্থ লইয়া গিয়াছেন?

মন্ত্রী—মহাশয় যে কথা কি বলিব, ভাণ্ডার শূন্য প্রায় হইয়াছে। কি করি প্রভুর আজ্ঞা হেলন করিতে পারি না। তিনি দশ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা লইয়া গিয়াছেন।

যৌব—রাজার প্রতি কেমন এক্ষণে বুঝিলে? এত অর্থ কি রাজকন্যাকে লইয়া যাইতে আবশ্যক হয়? অর্দ্ধ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা হইলেই যথেষ্ট।

রাজা—সত্য কহিয়াছ, অর্দ্ধ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা হইলে রাজবালাকে সম্পূর্ণ সমারোহের

অর্জিত লইয়া যাওয়া উচিত এবং বিবাহ যাত্রা নয়, আমাদের অমাত্যরাই যথেষ্ট, আর বিবাহ যাত্রাতেই না জানি কত ব্যয় হয়। তুই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা হইলেই হইতে পারে, [illegible] কাটাইতে এত অর্থ কেন লইলেন বুঝা যায় না।

গৌর—আর কি বুঝিব? নিশ্চয় আপনার সর্ব্বনাশের অভিপ্রায় করিয়াছে। [illegible] রাজকন্যাকে লইয়া [illegible] পলায়ন করিবে [illegible] নাই।

[illegible]—তাহা নিশ্চয় বলিতে পারি না, তাহার [illegible] প্রাণেশ্বরের আবাস যাত্রা, সুতরাং তিনি আপনাদিগকে আর কোথায় লইয়া যাইতে পারেন না, অথচ এত অর্থ লইয়াছে [illegible] সন্দেহ করিতে হয়।

গৌর—সন্দেহ কি? এবিষয়ে আর কি সন্দেহ করিতে হয়। যে ব্যক্তি অগ্রে অর্থ লইতে অসম্মত হইল, সে এত অধিক টাকা কেন লইল? তাহার অবশ্য মন্দ অভিপ্রায় ছিল।

আমি বারম্বার কহিয়াছি যে কালাচাঁদ সজ্জন নহে, তুমি না প্রত্যয় করিলে কি করি।

রাজা—তুমি যে কালাচাঁদকে প্রতারকই স্থির করিলে দেখি।

যৌব—সখে, তুমি কি বুঝিতেছ না? [illegible] করিলে ভাল হইবে না, উপায় চেষ্টা কর।

(দ্বারবানের প্রবেশ ও প্রণাম।)

দ্বার—মহারাজ ছোট রাজাকো আদমি চিটি লেকে বাহারমে খাড়া হ্যায় হুকুম হোয় তো হুজুরমে উনকো লাওয়ে।

রাজা—আচ্ছা, যাও উনকো লাও।

দ্বার—(সপ্রণামে) যো হুকুম মহারাজ।

(প্রস্থান।)

রাজা—(যৌবনাশ্বের প্রতি) মিত্র কোথায়? কালাচাঁদ স্বদেশে না গেলে লোক কি জন্য আসিবে।

যৌব—কি জন্য তাহা এখনই জানা যাইবে।

(দূত ও দ্বারবান প্রবেশ করিয়া রাজাকে প্রণাম।)

দূত—মহারাজ এই আপনি চিটি লেহে আয়া।

পত্রবাহক—মহারাজ, কোটেশ্বর আপনাকে এই পত্র দিয়াছেন।

রাজা—(পত্র গ্রহণ করিয়া) আচ্ছা, [illegible] তোমরা বাহিরে যাও।

দূত—যো হুকুম মহারাজ! (প্রণামান্তে প্রস্থান)

রাজা—(অগ্রে [illegible] পত্র লইয়া) [illegible] করা। (সৌদামিনীর [illegible]) [illegible] করা।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] সৌদামিনী [illegible]

[illegible] সম্মান করা। [illegible]

[illegible] দেখিয়া জীবন সার্থক করিব। [illegible]

[illegible] তোমার নিকটে থাকিবে শুনিয়া [illegible] হইলাম।

রাজা—সে কি, কালাচাঁদ আমার নিকটে থাকিবে কি ?

গৌর—অগ্রে সকল শ্রবণ করুন। (পত্র পাঠ)

পরিশেষে কহিয়াছেন, "পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।" অতএব এক্ষণে সৌদামিনীর রক্ষণাবেক্ষণ তুমিই করিবে. আমি মুক্ত [illegible] হইলাম ইতি।

রাজা—পত্রের ভাবতো বুঝিলাম না।

গৌর—আর তা কি বুঝিবেন ? যাহা কহিয়াছিলাম, তাহাই হইল। (দূতের প্রতি) দূত ! তোমাকে ভট্টরাজ কি বলিয়াছেন ?

দূত—গৌরীশ্বর আমাকে এই পত্র, আর অনেক গুলিন বহুমূল্য [illegible] দিয়া কহিলেন "[illegible] কালাচাঁদের [illegible] দিয়াছেন, [illegible] প্রাণেশ্বর [illegible] কন্যার প্রতি-পালন করিবেন. এবং কালাচাঁদকে কোন [illegible] কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার আদেশ করিয়াছেন। অতএব তুমি সৌদামিনীর অজ্ঞাতে সকল কৌশলক্রমে কালাচাঁদের নিকটে দিয়া এই পত্র লইয়া বক্রেশ্বরের নিকটে

থাকিবে।" আমি অধীশ্বরের আজ্ঞানুসারে কাঙালিকে সেই আভরণ সমস্ত দিয়া আপনকার নিকট আসিয়াছি।

রাজা—(ম্লান মুখে) সখে সোমদাস, তুমি আমার পরম মিত্র, তোমার বাক্যে মন্দ না দিয়াছি আমার এক দুঃখ। আর যেন কেহ পরের কথায় প্রত্যয় করে না। আমি দুষ্ট চোর কাঙালিদের বাক্যে ভুলিয়া এতেক অভিমান পাইয়াছি, নতুবা আমাকে এমন অপমান কাঙালেরা উপদ্রব করিয়াছে।

সখা—(দূতের প্রতি) দূত! তুমি যে সকল শুনিলে, কাঙালিদের সৌদামিনীকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে। অতএব তুমি ত্বরায় খবরে সত্বর প্রস্থান দাও গো। (রাজার প্রতি) এক্ষণে কাতর হইলে সকল নষ্ট হইবে। সম্প্রতি সৌদামিনীর রক্ষা ও দুষ্ট চোরদের প্রতিকার করা, তাহা কর।

দূত—(সপ্রণামে) মহারাজ, তবে আমি চলিলাম, আর বিলম্ব করা নয়। (প্রস্থান)

রাজা—আমার আর সৌদামিনীকে পাইবার

আশা নাই, বিধাতা আমাকে বামন করিয়া-ছেন। হে মিত্র, আমি তোমার বাক্য শুনিলে এত যন্ত্রণা ভোগ করিতাম না।

মন্ত্রী— আর্য্য! কাতর হইবেন না। এক্ষণে আমাদিগের সৌদামিনীর অন্বেষণে যাত্রা করিবার [illegible]। হতাশ হইলে কিছুই হইবে না। চেষ্টা করা আবশ্যক। "যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধ্যতি কোত্র দোষ।"

সৌম্য— মন্ত্রী ঠিক বলিয়াছেন। সঙ্গে বিলম্বে প্রয়োজন নাই। আমরা [illegible] অশ্ব [illegible] সেনাদিগকে লইয়া কোচবেহারে যাই। [illegible] মন্ত্রী সেনাপতিকে সৈন্য লইয়া [illegible]।

প্রাণে— বন্ধু, তবে তুমি সেনাপতিকে বল।

মন্ত্রী— (সেনাপতিকে) যে আজ্ঞা আমি চলিলাম। (প্রস্থান।)

সৌম— চল তবে আমরা এই অবসরে আহারাদি করিয়া প্রস্তুত হই গে। (উভয়ের প্রস্থান।)

পঞ্চম অঙ্ক

কলিঙ্গদেশে লালচাঁদের গৃহীত দুর্গের সম্মুখে
তাম্বুর মধ্যে রাজপুত্র রত্নেশ্বর ও মন্ত্রী
উপবিষ্ট।

রত্ন—(স্বগত) এখন লালচাঁদ আর রক্ষা নাই। জানিয়াছি সন্ধি করিতেছে। আহা! দুরাচার প্রাণেশ্বরীকে কতই ক্লেশ দিয়াছে। বোধ হয়, প্রাণেশ্বরী তাহাকে সম্মতি দেন নাই। কি স্ত্রী! মিনতি করিয়া প্রিয়তমার তাহার প্রাণরক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়াছে।

মন্ত্রী—(প্রবেশ করিয়া সপ্রণামে) মহারাজ একাকী আছেন যে?

রত্ন—হাঁ, এস এস উপবেশন কর।

মন্ত্রী—মহারাজ, লালচাঁদ রাজকন্যার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে কেন স্বীকার করিলেন, তাহাতো কিছুই বুঝা যায় না।

রাজা—তাহা বুঝিতে পার নাই! রাজকন্যার

শরণাপন্ন হইয়া আত্মরক্ষার কোন উপায়ের চেষ্টায় আছে।

মন্ত্রী—মহারাজ তো বিশেষ জানেন, যে রাজকন্যা আপনার প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছেন।

রাজা—তাহা না জানিয়াই বা তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে স্বীকার পাইব কেন, আমি বিশেষ না জানিয়াই কি এত কথা স্বীকার করিয়া এখান পর্য্যন্ত আসিয়াছি তোমরা যে দেখি আমাকে নিতান্ত অজ্ঞান বিবেচনা কর।

মন্ত্রী—মহারাজ, আমরা কি আপনাকে অজ্ঞান ভাবিতে পারি! তবে কি না জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, যে রাজকন্যার আপনার প্রতি অনুরাগ স্বয়ং দেখিয়াছেন, কি কালাচাঁদের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছেন।

রাজা—কালাচাঁদের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি এবং রাজকন্যার প্রণয়ের চিহ্নও পাইয়াছি

মন্ত্রী—মহারাজ চিহ্ন পাইয়াছেন কি রূপ?

রাজা,—কেন ? সৌদামিনী আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার প্রতি শব্দই অনুরাগপূর্ণ। আহা মরি! "প্রাণনাথ" ও "জীবিতেশ্বর" অপেক্ষা কি সুমধুর অনুরাগময় আর শব্দ আছে? একি [illegible] না। (বক্ষঃস্থল হইতে পত্র বাহির করিয়া পাঠ [illegible])

কেমনে লিখিব [illegible] কত সাধ করি,
[illegible]
[illegible]
কি বাসিবে [illegible] আমারে।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
বলেছিলে [illegible]
ভুলিবার [illegible] আপনার॥
কিন্তু তাও কথা যেন না হয় বিস্মরণ।
[illegible] তোমারে মন [illegible] করে আশ॥
কাল [illegible] যেন তুমি না ভাবিলে।
ভাবে কি না পত্রিকা আমার [illegible]॥

কামিনী মনের ভাব করিতে প্রকাশ।
উপহাস যোগ্য যদি হয় তবে ত্রাস॥
সেই লজ্জা যত লজ্জা না ডরি তাহায়।
অর্দ্ধাঙ্গের তুমি, সঁপে সকলি তোমায়॥
প্রিয়, যদি একবার ভাবি দেখ মনে।
স্থিরচিত্ত হবে দেহ বাঁধিতে বিক্রমে॥
না হাসিবে আর দেখ জাতির গণনে।
যত দুঃখী সৌদামিনী তোমারি কারণ।
ভগ্নার্দ্ধ রুক্মিণী দেবী পাঠালে লিখন।
উপাখ্যানে যা করিলেন মদনমোহন॥
সে হেতু না দেহ লাজ করি এ মিনতি।
কি দোষী এ দাসী তব পদে প্রাণপতি॥
হায় পতি এই আর কি বলিব তোরে।
জীবন যৌবন মন সঁপিয়াছি তারে॥
সে দিন হে প্রাণনাথ গোলাপ আসিয়া।
দেখেছে অধীনী তব মুখ সুধা পিয়া॥
সে দিন অবধি মনে সাজায়েছি ডালি।
যৌবন কুসুম দিয়া দিয়াছি অঞ্জলি॥
জানি আমি লোকে মোরে বলিবে বহু মত
গাহিবে আমায় আর নানা দোষ যত॥
কিন্তু সে গঞ্জনা কভু নাহি করি ভয়।
এদেশে অভিসারিকা সকলে হতে হয়॥

বিষম বিপদ বশে উপনীত হয়।
সে কালে অজ্ঞান ভয়ে কি ফল উদয়॥
শুনিয়াছি দেব তুমি ধর্ম্মপরায়ণ।
জনার্ত্তি মোচন ধর্ম্ম করহ পালন॥
রাজকুলোদ্ভব রাজা বিদিত ভুবনে।
বিলম্ব না কর রাজধর্ম্মের পালনে॥
বিপদে পড়িলে [illegible] মরণ।
তোমার উচিত দেব করিতে মোচন॥
আর কি কহিব দেব [illegible]।
[illegible]॥
[illegible] দয়াসিন্ধু সঙ্কট সময়ে।
[illegible]

[illegible] কহিলে। রাজপুত্রের অনুরাগের বিষয়ে আর কিছু লিখিত আছে?

[illegible]। আজ্ঞা না। ইহা হইতে আর কি জানিবেন। উহাতেই সম্পূর্ণ অনুরাগ প্রকাশ পাইতেছে, তা আপনি এ [illegible] কি প্রকারে পাইলেন?

[illegible]। তাহাও কি জান না; রাজকন্যার এই পত্র লইয়া তাঁহার প্রিয়সখী কাঞ্চনমালা আমার নিকটে আসিয়াছিল। আমি সেই

সখীর মুখে তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত হইয়াই এখানে আসিয়াছি।

মন্ত্রী—মহারাজ, তবে আপনি যাহা কহিয়াছেন তাহাই সত্য; কালাচাঁদ ধূর্ত্ত লোক এক্ষণে দেখিল যে আর রক্ষা নাই, তজ্জন্য সাঙ্গ করিতেছে। নচেৎ সে সহজে মতি ফিরিবার লোক নহে। রাজকন্যার চরণে স্তুতি মিনতি করিয়া আত্মরক্ষার কোন উপায় করিয়াছে, ইহার কোন সন্দেহ নাই।

রাজা—তাহা না হইলে আর কি করেই থাকিতে পারে? আপনাকে বাঁচাবার উপায় স্থির করিয়াছে।

মন্ত্রী—দেখা যাউক, এক্ষণে যৌবনাশ্ব কি করিয়া আইসেন। তিনিতো অনেক ক্ষণ গিয়াছেন, বিলম্ব হইতেছে কেন?

রাজা—ওহে! দুরাচার কালাচাঁদতো তাঁহার প্রাণ সংহারের চেষ্টায় নাই? বিলম্ব দেখিয়া যে ভয় হয়।

মন্ত্রী—মহারাজ, তাহাও কি হইতে পারে।

তাহার কি প্রাণের ভয় নাই ? যে আপনার প্রাণদান পাইলে এ যাত্রা রক্ষা পায়, সেও কি কখন একপ অসম-সাহসের কর্ম্ম করিতে পারে ?

রাজা।—পারে নাই বা কি করিয়া বলি, যে সময় তোমার আপনার প্রভুর ও আমার রোগেও ভয় না করিয়া সৌদামিনীকে লইয়া প্রস্থান করিতে পারিয়াছে, তখন সে যৌবনাশ্বের প্রাণনাশ করিতে সাহস করিবে, তাহার কি সংশয় ।

মন্ত্রী।—মহারাজ, রাজকুমারীকে লইয়া যে পলায়ন করিয়াছে, তাহার কারণ আছে; যুবরাজ আপনকার ও সে সেনাপতির নিকট হইতে পলাইয়া অশ্ব সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল, সে রাজকুমারীকে লইয়া একান্ত কোন স্থানে পলাইবে, যে আপনারা কোন সন্ধানও পাইবেন না এই মনস্থ করিয়া একর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণেতো পলাইবার উপায় নাই, যে আর্য্য যৌবনাশ্বের প্রাণ সংহার করিবে।

রাজা—ইহা অবশ্য বলিতে পার; কাণ্ডজ্ঞান শূন্য না হইলে নিরুপায় হইয়াও অসম-সাহসিক কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করে না। মন্ত্রী আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বলিতে পার?

মন্ত্রী—মহারাজ আজ্ঞা করুন।

রাজা—বলি, ভোটেশ্বর লিখিয়াছিলেন যে তিনি শীঘ্র এস্থানে আসিবেন; তা এ কদিন হলো, তথাচ আইলেন না কেন, কিছু জান?

মন্ত্রী—আজ্ঞা না, তাঁহার আর কোন সংবাদ আইসে নাই। কেন আইলেন না, কিছুতে বলিতে পারি না; অনুমান করি, তাঁহার আয়োজনাদি করিয়া যাত্রা করিতে বিলম্ব হইয়াছিল, তজ্জন্যই অদ্যাবধি আসিতে পারেন নাই।

রাজা—সে কি, আয়োজনাদি করিতে যদি দুএক দিন বিলম্বই হইয়া থাকে, তথাপি তিনি এ স্থানে উপনীত হইতে পারিতেন।

মন্ত্রী—কিছু অধিক বিলম্বে যাত্রা করিয়া থাকি-

বেন, নচেৎ আসিতেন। আমার বোধ হয়, অদ্য কিম্বা কল্যের মধ্যেই আসিবেন।

(দ্বারবানের প্রবেশ)

দ্বার।—(সপ্রণামে) মহারাজ, ভোটরাজ কি পাস্ দূত আয়া।

রাজা।—উসকা কিয়া কুছ চিট্‌ঠি হৈ উসকা পাস?

দ্বার।—নেহি মহারাজ, উসকো কুছ চিট্‌ঠি নেহি।

রাজা।—তব উসকো কিয়া কহনা হৈ?

দ্বার।—হুজুরকে পাস কহেগা।

রাজা।—আচ্ছা যাও, উসকো লিয়া আও।

দ্বার।—জো হুকুম খোদাবন্দ। (সপ্রণামে প্রস্থান)

রাজা।—দূত কেন আসিয়াছে বলিতে পার?

মন্ত্রী।—আর্য্য, অনুমান করি, ভোটরাজ নিকটে উপস্থিত হইয়া আপনাকে তাঁহার আগমন বার্ত্তা পাঠাইয়াছেন।

রাজা।—যথার্থ বলিয়াছ, আমার মনেও এই লয়।

(দূত ও দ্বারবান প্রবেশ করিয়া প্রণাম)

রাজা—বার্ত্তাহর, কি সংবাদ ?

দূত—মহারাজ, কোটেশ্বর কাঞ্চন নগরে আসিয়াছেন এবং আপনাকে সংবাদ দিবার জন্যে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।

রাজা—দূত, তোমার মুখে এ সংবাদ পাইয়া বড় আহ্লাদিত হইলাম। তুমি আমার প্রণাম কোটেশ্বরকে দিবে আর কহিবে, যে দুর্দ্ধর কালাচাঁদ এক্ষণে পরিত্রাণের কোন উপায় না পাইয়া সৌদামিনীর মন্ত্রণাক্রমে সন্ধি করিতে অনুরোধ করিয়াছে, এবং আমরাও তাহাতে সম্মত হইয়া সন্ধিকার্য্য সমাধা করণেচ্ছায় আমার এক জন পরম মিত্রকে কালাচাঁদের দুর্গে প্রেরণ করিয়াছি

দূত—যে আজ্ঞা মহারাজ, আমি সত্বরেই কোটরাজকে এই সমাচার দিব। (সপ্রণামে প্রস্থান

রাজা—মন্ত্রী, দেখ, তুমি ও আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই হইল।

মন্ত্রী—আজ্ঞা হাঁ।

রাজা—কিন্তু মন্ত্রী, তিনি কি অদ্যই এস্থানে আসিতে পারিবেন? কাঞ্চন নগর এস্থান হইতে কত দূর হইবে।

মন্ত্রী—আজ্ঞে অদ্যই আসিবেন। কাঞ্চন নগর এস্থান হইতে তিন ক্রোশের অধিক নয়।

রাজা—বটে, তবে তো অদ্যই আসিবেন, তাহার সন্দেহ নাই, এক্ষণে ভৌটেশ্বরকে আইলেন; দেখা যাউক, সখা যৌবনাশ্ব কি সমাচার লইয়া আসেন। তাঁহার এত বিলম্ব হইতেছে কেন?

মন্ত্রী—মহারাজ, মন্ত্রিকার্য্যে বিলম্ব হইয়াই থাকে।

(পত্র হস্তে যৌবনাশ্বের প্রবেশ।)

রাজা—এই যে সখা বলিতে বলিতে উপস্থিত। এক্ষণে সমাচার কি বল?

যৌব—(পত্র দিয়া) সখে, অগ্রে সকল শ্রবণ কর, পরে পত্র পাঠ করিও।

রাজা—আচ্ছা তবে বল।

যৌব—আমি তোমার পরামর্শমতে কর্ম্ম করিয়াছি, কিছু মাত্র ত্রুটি করি নাই।

রাজা—তুমি আমাকে আর কি বলিতেছ? আমি জানিয়াই তোমাকে প্রেরণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে সমস্ত ব্যাপার বিশেষ বর্ণন কর।

যৌব—তোমার নিকট হইতে বিদায় হইয়া কালাচাঁদের দুর্গাভিমুখে গমন করিলাম। দুর্গের দ্বারে উপনীত হইলে কালাচাঁদ আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া দুর্গের এক প্রকোষ্ঠে বসাইলেন এবং কহিলেন "মহাশয়, মহারাজ আপন প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিবেন না?" ইহাতে আমি কহিলাম, যে আমার মহারাজ কখন প্রতারণা করেন না। তিনি অবশ্য প্রতিজ্ঞা পালন করিবেন। আমার এই বাক্যে কালাচাঁদ কহিল, "মহাশয়, তবে সৌদামিনীর স্বাক্ষরিত লিপি আনয়ন করি, আপনি তাহা মহারাজকে প্রদান করিবেন।"

রাজা—তুমি সেই লিপিই কি আনিয়াছ?

ধীর—তুমি যে আমাকে বালকের অধিক অজ্ঞান করিলে! আমার কি জ্ঞান নাই?

প্রাণে—না হে জিজ্ঞাসা করিলাম।

ধীর—কালাচাঁদ ধূর্ত্তের প্রধান, আমি তাঁহাকে বিশ্বাস করিব কেন!

প্রাণে—তবে এ লিপি কে দিল?

ধীর—তাহা শ্রবণ কর। আমি কালাচাঁদের প্রতি বাক্যে কহিলাম, যে আমি লিপি তোমার হস্ত হইতে লইয়া সৌদামিনী দিয়াছেন বলিয়া মহারাজকে কিরূপে প্রকাশ করিব। সৌদামিনী স্বয়ং না দিলে লিপি তাঁহার বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। ইহাতে কালাচাঁদ কহিলেন "মহাশয়, যাহাতে প্রতীতি হয় তাহাই করিব।" এই বলিয়া তিনি আমাকে সৌদামিনীর নিকটে লইয়া গেলেন। আমি দেখিলাম তিনি এক অন্ধকারকূপে উপবিষ্টা আছেন; এবং মহ নিকার নিকটে গিয়া দেখিলাম, তিনি এক খান পত্র দেখিতেছেন। পরে কালাচাঁদ

কমল। রাজকন্যা বক্রেশ্বরের পরম মিত্র যৌবনাশ্ব মহাশয় আপনকার লিপি লইতে আসিয়াছেন, এক্ষণে রাজবালা অনেক বিলাপ করিয়া কহিলেন "মহাশয়, আপনি মহারাজের সখা, আপনি আমার প্রেমের বৃত্তান্ত সকলই অবগত আছেন, কি করি আমার কপালে যাহা ছিল, নচেৎ এরূপ কেন ঘটিবে! যাহা হউক, আপনি মহারাজকে আমার প্রণাম জানাইবেন, এবং এই পত্র খানি দিবেন।" এই বলিয়া তিনি আমার হস্তে দিলেন, আপনি পাঠ করিয়া দেখুন কি লিখিয়াছেন।

প্রাণ। প্রাণেশ্বরী! সত্যই অনেক ক্লেশ পাইয়াছেন, কি করি, আমাদিগের কি দোষ? (পত্রের শিরোনামা দেখিয়া) প্রাণেশ্বরীর হস্তেরই বোধ হইতেছে। আহা! (পত্র চুম্বন) দেখি প্রিয়া কি লিখিয়াছেন। (পত্র খুলিয়া মনে মনে পাঠ ও উদ্বিগ্ন হইয়া) হা কপাল! পরিশেষে এই হইল! (উচ্চৈ-

জ্ঞানের ন্যায় শুক্লজান ধারণ ও কিঞ্চিৎ পরে সকাতরে উর্দ্ধমুখে) অহো! এতাদৃক্ অনন্য-মনা হইয়া যদি পরম কারুণিক পরমেশ্বরের আরাধনায় নিযুক্ত থাকিতাম, তাহা হইলে তাঁহার প্রসাদাৎ সংসার-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া চরমে পরম পদ লাভ করিতাম। হে পরমেশ্বর! আমি অতি মূর্খ, আমি অতি অজ্ঞান; আমি তদনীয় চরণে কি পর্য্যন্ত অপরাধী হইয়াছি তাহা এক্ষণে বিশিষ্টরূপে আমার অনুভব হইয়াছে। আমি অকি-ঞ্চিৎকর সংসার-সুখ সম্ভোগেচ্ছায় প্রমত্ত হইয়া তাঁহার শ্রীপাদের অবহেলে পাপতাপে জ্বলায় কি পর্য্যন্ত দুঃসহ্যমান দহন কালে তাপিত হইয়াছি, তাহা আমিই জানিতেছি, অথবা আপনিই জানিতেছেন, আর কাহাকেও জানিতে হয় না। হায়। এক্ষ-ণের আর গতি নাই; আমি আপনার পদে আপনি স্বহস্তে কুঠার প্রহার করিয়া তৎক্ষত-জাত বেদনায় উন্মত্তের ন্যায় অধিক

হইয়াছি। আমি মনুষ্যের নিকটে থাকিবার যোগ্য নহি; কারণ এ অধমের দ্বারা মনুষ্য-মণ্ডলীর কর্ত্তব্য কর্ম্মের কিছুই কৃত হয় নাই। আমার দুর্ব্বৃত্ত প্রবৃত্তি অপকৃতি ব্যতীত আর কিছুই জানে না; উহা ঈশ্বর-তত্ত্বালোকে অজ্ঞান-তিমিরাবৃত অন্তরকে সমুজ্জ্বল না করিয়া অন্ধকারে আচ্ছন্ন রাখিয়াছে। আমি এপ্রকার ঘোরতর অপরাধী যে আত্ম-মুক্তি সাধনার্থ ঈশ্বর চরণে আশ্রয় লইতে [illegible] সাহস করি না। আমি যে অসামান্য অপরাধ করিয়াছি, তাহার গুরুত্ব আমি সম্পূর্ণরূপে অবগত আছি এবং স্পষ্ট জানিতেছি যে আমার ক্ষমা প্রার্থনা করা তদীয় বিরক্তি বৃদ্ধি করা মাত্র। হায়! আমি মায়াবশে কি করিয়াছি! রে দুর্ব্বৃত্ত প্রবৃত্তি! তোর বশীভূত হইয়া আমার কি না হইল? তোর কুপরামর্শে আমি সম্ভোগ-সুখ-প্রয়াসী হইয়া পরম পবিত্র জগৎস্রষ্টার করুণা বহির্ভূত হইয়াছি। হায়!

জগদীশ্বর তোরে কি এই সংসারে সরল-স্বভাবগণের পরম সুখ নাশ করিয়া মুক্তি-পথ হরণ করিতেই সৃষ্টি করিয়াছিলো? তোর কুচক্রে বিশ্বাস করিয়া সরলা [illegible] কি পর্য্যন্ত যাতনা সহ্য করিতেছে, তাহা [illegible] জানিতেছে। জীবন ও মরণ ভাবে কিছুতেই আর আমার সুখ নাই। আমি কি করি? আমার কি আর মুক্তি-পথ আছে? হা কি-[illegible] বলিয়াছেন আমার ন্যায় হতভাগ্য লোক আর কোথায়? আমি আত্মঘ্ন পাপ-[illegible] উদ্ধার [illegible] হইয়া কি পর্য্যন্ত অনুতাপ করিতেছি তাহা আমিই জানি। হে পরম পিতঃ পরমেশ্বর, আপনি অন্তর্যামী, সর্ব্বজ্ঞ, আপনার অগোচর কিছুই নাই। আপনার চরণে আমি সহস্র সহস্র অপরাধে অপরাধী হইয়াছি; কিন্তু অধীন বলিয়া কৃপা করিতে হইবে। আমার আর রাজ্য ধনাদি কিছুতেই প্রয়োজন নাই, এ সকলের কিছুই স্থায়ী নহে। ইহা দ্বারা কেবল

লোককে ভ্রমান্ধ করিয়া রাখে, সংসারের সহিত সংস্রব থাকিলেই রিপ্বাদির বশ হইয়া পরম তত্ত্ব বিস্মৃত হইতে হয়। অতএব, এ সংসার সম্বন্ধে নিবৃত্তিকে পাওয়াই জ্ঞানবানের কর্ম। হে পিতঃ, অদ্যাবধি এ অধম ভবদীয় চরণাশ্রিত হইবার চেষ্টায় রহিল। হে অরণ্য, তুমিই এক্ষণে প্রিয় হইলে!—

(বেগে শিবির হইতে বহির্গমন ও যৌবনাশ্বের তাঁর পশ্চাৎ গমন।)

পঞ্চম অঙ্ক সম্পূর্ণ।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম সন্ধি।

(শিবির মধ্যস্থ পূর্ব্বোক্ত রাজ-গৃহ।

ভূতমুখের প্রবেশ।)

ভূত—(স্বগত) কৈ মহারাজ গ্যালেন কোথা? আঃ রাজারাজ ডার সঙ্গে বাড়ানো অ্যাকি দায় বিশেষ; কখোন যে কোথায় থাকেন তার ঠিক্ পাবার যো নেই। মজালে, আগে রাজা, তাতে আবার পিরীতে পেয়েছে [illegible], যাই দেখি যে কোথায় আছেন। আর দেখবোই বা কি, কোথায় গেছেন তার ত' ঠিকানা নেই। কেষ্টো গোঁসাইকে জিজ্ঞেস করি। (উচ্চৈঃস্বরে) ও কেষ্টো হরি।—

কৃষ্ণ—প্রণাম গোঁসাই কি আজ্ঞে হয়। (প্রণাম)

ভূত—কারে, মহারাজ কোথায় গেছেন?

কৃষ্ণ—আর গোসাঁই সে কথা আর কি বল্বো। মহারাজ আজ অ্যাক খান চিটি দেখে পাগল হয়ে গেছেন।

দূত— বলিস্ কি রে? মহারাজ পাগোল হয়ে গেচেন। কি সর্ব্বনাশ! বিধাতার বিড়ম্বনা ভালো! তুই কি সত্যি বল্চিস?

[illegible]— সে তাই সত্যি বই কি, আপনি বরং আর কারো জিজ্ঞেসা করে দেখুন না, এখুনি সব জানতে পার্বেন।

দূত— বটে, তবেতো বড়ো দুঃখের বিষয়, কোথা এই ভাবছিলুম যে কালাচাঁদ হীনবল হয়েচে, মহারাজ সৌদামিনীকে বিয়ে কোরে সুখ স্বচ্ছন্দে সুবর্ণ, আর রাজ্যে শিষ্ট পালনকে বুদ্ধি কর্বেন, না কোত্থেকে কি এলো দায়কো! আহা, মহারাজ যে আমাদের হলেন, তা কেউ স্বপ্নেও জানে না; তিনি ত কখন কারো মন্দ করেন নি, তবে তাঁর অদৃষ্টে এমন কেন হলো, এসব খালি আমাদের কপালগুণে নয়! বিধেতা দেখ্লেন যে আমরা মহারাজের আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত আছি, তা তাঁর আর সৈলো না; এ দুঃখ কি আর রাখ্বার জায়গা আছে! এই যে মন্ত্রী আসচেন, এখুনি সব জানা যাবে। আসতে আজ্ঞে হয়!

(মন্ত্রীর প্রবেশ ও কৃষ্ণহরির প্রস্থান।)

মন্ত্রী—এ কে হে, চূতমুখ যে, প্রণাম। (প্রণাম)

চূত—জয়স্তু, বলি মহারাজের না কি বুদ্ধির বৈলক্ষণ্য হয়েছে?

মন্ত্রী—আর ভাই, সে কথা আর কি বল্‌বো, বুদ্ধিবৈলক্ষণ্য হলেতো রক্ষা ছিল, একেবারে উন্মত্ত হইয়াছেন, জ্ঞানের বিন্দুও দেখা যায় না।

চূত—হাঁ! হঠাৎ অকস্মাতের ন্যায় কেন হোলেন?

মন্ত্রী—সেই কালাচাঁদ নরাধমের চাতুরীতেই এ সকল হইয়াছে।

দ্বারবান—প্রবেশ করিয়া (সপ্রণামে ও সসম্ভ্রমে) খোদাবন্দ, জে ডিরাজ আয়া!

মন্ত্রী—চূতমুখ, চল চল, আমরা অগ্রসর হইয়া আনি গে। (সকলের প্রস্থান ও কিঞ্চিৎপরে দলপতিসিংহ, বলভদ্র, বক্কেশ্বরের মন্ত্রী ও চূতমুখের প্রবেশ।)

দল—বক্কেশ্বর কোথায়? (সিংহাসনে উপবেশন

করিয়া) তোমরা উপবেশন কর। (সকলের উপবেশন।)

মন্ত্রী।— কেবল নয়নে। মহারাজ, রত্নেশ্বর ভবদীয় কন্যার প্রেরিত পত্র পাঠ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় হইয়া এস্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছেন।

মন— সে কি, সৌদামিনীর পত্র পাঠ করিয়া একপ হইবারতো কোন সম্ভাবনা নাই। তিনি কি একাকী প্রস্থান করিয়াছেন?

মন্ত্রী।— আজ্ঞা না, রাজা সৌরমানী ও অন্যান্য লোকেরাই তাঁহার সহিত আছেন। আমি কেবল আপনার আগমন প্রতীক্ষায় এস্থানে ছিলাম। এক্ষণে আমরা নিরুপায় হইয়াছি, যদি আপনি ইহার কোন প্রতিকার করিতে পারেন, তবেই রক্ষা পাই।

মন— ইহারতো কিছুই আমি বুঝিতে পারিলাম না। সৌদামিনী একপ কি লিখিতে পারে যে তাহাতে রত্নেশ্বরের এত চিত্ত বিকার হইবে? সে পত্রে কি লেখা আছে, তাহা কোথায় গেল?

মন্ত্রী—মহারাজ, সে পত্র আমি যদি দেখিতে ইচ্ছা করেন তো দেখাইতে পারি।

প্রাণ—কেন নাও না, তাহা হইলে তো ভালই হয়।

মন্ত্রী—এই গ্রহণ করুন। (উষ্ণীষ হইতে খুলিয়া পত্র প্রদানোদ্যম)

প্রাণ—পত্র খানি পাঠ কর না কেন।

মন্ত্রী—যে আজ্ঞা। (পত্র পাঠারম্ভ)

[illegible] প্রবল-প্রতাপ প্রাণেশ্বর সিংহ শ্রীচরণেষু।

আর্য্য, ভবদীয় [illegible] এ হতভাগিনী [illegible] আশা [illegible] করিয়াছে, [illegible] না [illegible] শান্তি [illegible] আনন্দ [illegible] ছিল, [illegible] সকলেই [illegible] কি বলি। [illegible] আমাদের [illegible] সুখ-সৌভাগ্য [illegible] না। তুমি [illegible] আমার [illegible] করি [illegible] আমাকে [illegible] গ্রহণ করিতে [illegible] অতএব, আপনার এস্থানে থাকিয়া আমার জন্য কষ্ট ভোগ করা অনর্থক। যুক্তি আশু হইবে সত্বরে প্রত্যাবর্ত্তন করাই আপনার পক্ষে [illegible] বলি।

হতভাগিনী সোদামিনী দাসী।

ধন—উঃ কি সর্ব্বনাশ! (সকাতরে) হা বিধাতঃ! আমার ভাগ্যে কি এই লিখিয়াছিলে! পরমেশ্বর আমাকে শেষ দশায় এত দুঃখ দিলে! রে পাপীয়সী সৌদামিনি! তোকে কি এই জন্যে এত যত্নে পালন করিয়াছিলাম। তুই আমার কুল মান সকল নষ্ট করিলি। হায়, আমার নির্ম্মল-কুল-কমলে এ কীটের উৎপত্তি কি প্রকারে হইল।

নন্দ—মহারাজ আপনি এত ব্যাকুল হইতেছেন কেন? উত্তম রূপে বিবেচনা না করিয়া কোন কর্ম্ম করাই উচিত নহে।

ধন—আর কি বিবেচনা করিব, আমার সকল নষ্ট হইল, ইহা হইতে আমার মরণ মঙ্গল ছিল।

নন্দ—মহাশয়, অগ্রে বিবেচনা করিয়া দেখুন যে ও পত্র খান সৌদামিনীর কি না? উহা তো কুলাঙ্গার কালাচাঁদের কোন চাতুরীও হইতে পারে।

ধন—তার আর দেখিব কি? আমারতো পত্র

আপনার লেখা সৌদামিনীরই বোধ হচ্চে। দাও তো দেখি। (পত্রগ্রহণ)

বস—একবার পত্র খান যদি আমাকে দেন, তাহা হইলে ভাল করিয়া দেখি, লেখাটি কার।

রা—এই লও না। আমারতো বোধ হচ্চে, লেখাটা সৌদামিনীর, কিন্তু স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য বোধ হচ্চে।

বস—(পত্র গ্রহণ ও দর্শন করিয়া) মহারাজ যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই হইয়াছে, ইহা কখনই সৌদামিনীর লেখা নয়।

রা—তবে এ লেখা কার?

বস—ইহা, রাজকন্যার পক্ষে যে দুজন পরিচারিকাকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহার লেখা। সৌদামিনীর লেখার অনুকরণ করিয়াছে বটে, কিন্তু আপনার ছন্দকে সর্ব্বথা ঢাকিতে পারে নাই। কুসুমাঙ্কুর কানাটিয়াই এমন চাতুরী করিয়াছে।

রা—তবে এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য?

বস—মহারাজ, এক্ষণে আর বিলম্ব করিবার

প্রয়োজন নাই। সৌদামিনীকে উদ্ধার করাই আবশ্যক হইয়াছে, বিলম্ব করিলে বিপদ ঘটিতে পারে। মহারাজ, জগদীশ সৈন্য লইয়া চলুন, মন্ত্রী শান্তশীল বক্রেশ্বরের সৈন্যাদি লইয়া আসুন।

মহা— [illegible] বলিয়াছ, তবে চল, শান্তশীল আইস।

শান্ত— যে আজ্ঞা চলিলাম। (সকলের প্রস্থান।)

[illegible] অঙ্ক।

[illegible] সময়।

([illegible] দুর্গ [illegible] সৌদামিনী, কাত্যায়নী [illegible] ও [illegible] উপবিষ্ট।)

সৌদা— ([illegible]) পিতঃ, এতদিন আপনার দর্শনের আশা আমার মনে কিছু মাত্র ছিল না, এখন যে দেখিলাম, তাহা কেবল আপনার কৃপাবলে।

বন—বৎসে শান্ত হও। ক্রন্দন করিও না।
তোমার দুঃখের কথায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। যাহা হইয়াছে, তাহার কোন কথায় আবশ্যক নাই, বিপদ হইতে মুক্তির জন্য প্রাণেশ্বরের আরাধনা কর। আর তাঁহাকে একাগ্র চিত্তে স্মরণ কর, তিনি প্রসন্ন হইলেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। আর সকল বিষয়েই মঙ্গল হইবে।

জো— [illegible] তুমি ও আমাকে [illegible] [illegible] [illegible] আর তোমাকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পরীক্ষা করেন, সে লোকের [illegible] কেহ বাঁচিতে পারে না। [illegible] থাকে সকল, তাহাকে আর আমার [illegible] সন্দেহ নাই। আমি যখন পিতা হইয়া আপন পুত্রের আন্তরিক ভাব বুঝিতে পারিলাম না, তখন লোকে অপর ব্যক্তির হৃদগত ভাব কি রূপে জানিবে?

ধন—মন্ত্রী, ও সকল কথা ছাড়। বৎসে, সৌদামিনি, এক্ষণে (পত্র বাহির করিয়া) এ পত্র খান কাহার লেখা, দেখত!

সৌদা—(পত্র লইয়া দেখিয়া) পিতঃ, আমার অনুমান হয়, এ পত্র আমার পরিচারিকা দুর্ব্বিনীতার লেখা। আমার লেখার অনুকরণ করিয়াছে বটে, কিন্তু অনেক স্থানে পারে নাই।

ধন—তবে এ পত্র তুমি [illegible] [illegible] সৌদামিনী [illegible]

সৌদা—সে কি, পত্র আমার নিকট [illegible] [illegible] আসিতেছে, আর আমি তাঁহাকে [illegible] [illegible] আসিতেছে [illegible] [illegible] কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

কাঞ্চ—আয়ুষ্মন্, যদি অনুমতি হয়, তবে দাসী এ পত্রের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ বলিতে পারে।

ধন—এ কি আর জিজ্ঞাসা করিতে হয়?

কাঞ্চ—মহারাজ, কালাচাঁদ দুর্ব্বিনীতাকে দিয়া এই পত্র খান লিখায়, এবং তাহাকেই সৌদা-

মিনী বলিয়া গৌরনামা মহাশয়কে দেখায়। তিনি সেই দুর্ব্বিনীতাকেই ভগিনীর কন্যা বোধে হস্ত হইতে পত্র লইয়া নক্ষেশ্বরের নিকটে প্রত্যার্পণ করেন। আমি তাঁহার নিকটে থাকিবার চেষ্টা করিলে কামিনী সে আমাকে সৌদামিনীর সহিত এই গৃহে বদ্ধ করে।

নল— মহারাজ শুনিলেন! আমিও ইত্যাকার দেখিয়াই বলিয়াছিলাম, যে এ লেখা কুটিল ধীমান, সৌদামিনীর অপরাধ নহে।

রাজ— আশ্চর্য, কি আশ্চর্য্য দেখুন! দুষ্ট কামাতুর যখন দেখিল, যে আর রক্ষা নাই, তখন এই প্রকার অসম-সাহসিক কর্ম্মে কিরূপে প্রবৃত্ত হইল? তাহার মনে কি একবারও বোধ হইল না, যে নক্ষেশ্বর এই পত্র দর্শনে অধিকতর কুপিত হইয়া বলে দণ্ড-গ্রহণ ও তাহার মস্তকচ্ছেদ করিতে পারেন।

নল— যথার্থ। কি আশ্চর্য্য দেখ! দুরাত্মাদের হৃদয়ে কি ভয়ের লেশ মাত্রও নাই। এ

লোকেরা আসন্ন কাল উপস্থিত দেখিয়াও অনিষ্ট-চেষ্টা পরিত্যাগ করে না।

মাধব — মহারাজ, ইহার কারণ আছে। বঙ্কনাথের নিকট কালাচাঁদের গমনাগমন ছিল, সুতরাং সৌদামিনীর প্রতি তাঁহার যে অনুরাগ অত্যন্ত প্রবল ছিল, তাহাও সে জানিত। অনুমান বোধ হয়, কালাচাঁদ বিবেচনা করিয়াছিল, যে প্রাণেশ্বর এই পত্র পাঠ করিয়া ও শোকসম্বরণে অসমর্থ হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন।

রাজ — মহারাজ! কুহক-মায়া স্ত্রীলোক বটে, কিন্তু সে যথা কহিয়াছে, তাহা একারণে ও সম্পূর্ণরূপে সংলগ্ন হইয়াছে। দুষ্টবুদ্ধি কালাচাঁদ যে প্রভুর জীবন হননেচ্ছায় এ পত্র লিখিয়াছিল, তাহার কোন সন্দেহ নাই। আর দেখুন, প্রভুতো পত্রপাঠে কাতর হইয়া শোকসম্বরণে নিতান্তই অক্ষম হইয়াছিলেন এবং প্রাণত্যাগের অভিপ্রায়েই অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

নন— যথার্থ, কাঞ্চন-মালা যাহা করিয়াছে, তা ভাই বটে।

রাজ— আজ্ঞা হাঁ, কাঞ্চন-মালা যাহা অনুমান করিয়াছে, তাহাই স্থির। তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

নন— ভাল, শান্তশীল! তোমার প্রভুকে কি আনিতে গিয়াছে?

শান্ত— আজ্ঞা [illegible] তাঁহাকে আনিতে [illegible]।

নন— [illegible]

শান্ত— [illegible] আমরা [illegible] পারি [illegible] পারেন, সুতরাং [illegible] পারে।

নন— তবে এত বিলম্ব হইতেছে কেন?

শান্ত— অনুমতি, ক্রমেতো আসিয়া যাই।

ধন— তা ভালইতো, যাও না।

শান্ত—যে আজ্ঞা, তবে চলিলাম। (প্রস্থান)

ধন—মন্ত্রী দেখ, তোমার দুষ্টবুদ্ধি পুত্রেরই দ্বারা সৌদামিনীর এত দুঃখ হইয়াছে, এবং আমরাও এত কষ্টভোগ করিয়াছি।

মন্ত্রী—মহারাজ, ইহাতে আমি আর কি বলিব, সকল দোষই আমার। আমি যদি সেই দুর্বৃত্তকে আপনার সম্মুখে না আনিতাম, তাহা হইলে এসমস্ত কিছুই ঘটিত না। আমার পুত্র [illegible] আপনি [illegible] এ পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিয়াছিলেন। অবোধ বিশ্বাসঘাতক হইয়া যে কর্ম্ম করিয়াছে তাহাতে কেবল তাহার মস্তকচ্ছেদন করিলেও যথোচিত দণ্ড হয় না। তৎপক্ষে আমারও মস্তকচ্ছেদন করা কর্ত্তব্য। কি ফন্দি [illegible] কেহই জানিতে পারে না। আমি যদি সে দুষ্টের এই সকল অসদভিপ্রায়ের কিছু মাত্রও জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে আপনকার সম্মুখে দুরাত্মাকে কখনই আনিতাম না।

রাজ—মন্ত্রী, তোমার কোন চিন্তাই নাই, এক্ষণে অদৃষ্টের লিখন [illegible] হইবে, তবে [illegible] সৌদামিনীর সহিত [illegible] না [illegible] দুটী [illegible] হবে ?

[illegible] হে, প্রাণেশ্বর, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

প্রাণে—(ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম [illegible]) মহারাজ! অদ্য আমার শুভাদৃষ্ট ক্রমে আপনকার শ্রীচরণ দর্শন করিলাম।

বন—(আলিঙ্গন ও মস্তকাঘ্রাণ লইয়া) বৎস, এই স্থানে উপবেশন কর। তোমার চন্দ্রবদন দর্শনে তাপিত অন্তরকে প্রফুল্ল করি।

প্রাণে—(উপবেশন করিয়া) আপনার সমস্ত মঙ্গল?

সৌদা—(স্বগত) প্রাণ, পিতৃবিচ্ছেদে আমার ভাবনায় বিবর্ণ হয়ে গেছেন, কত দুঃখই পেয়েছেন, কত কষ্ট ভোগ করিয়াছেন!

বন—বৎস, প্রাণেশ্বরের [illegible] নাই [illegible] কামিনী বলিয়াছে। [illegible] করিতে পারে নাই।

প্রাণে—(সৌদামিনীর মুখমণ্ডলে দৃষ্টি করিয়া) এবং তাঁহাকে [illegible] দুরাচারের হস্তে পড়িয়া কতই ক্লেশ-ভোগ ও যন্ত্রণা পাইয়াছে, তাহা আমার বলিবার নহে। চিন্তানলে দগ্ধ হইয়া প্রিয়ার বদন বিবর্ণ হইয়াছে; বোধ হয় যেন পূর্ণিমার শশী মেঘাচ্ছন্ন রহিয়াছে।

মদ—বৎস, বহু দিন যত্নসহকারে সৌদামিনী রূপ যে অমূল্য রত্ন রাখিয়াছিলাম, তাহা একক্ষণে তোমাকে অর্পণ করিলাম। পরমেশ্বরের ইচ্ছায় তোমাদিগের পরস্পর [illegible] রোত্তর বৃদ্ধি ও পুত্রকন্যা ফলে কল্যাণ হউক। আমি তোমাদিগের সুখ দেখিয়া জীবন সার্থক করি।

যৌব—[illegible] তুমি [illegible] আগমন করি [illegible] [illegible]।

মদ—বৎস সৌদামিনি, পরমেশ্বর তোমার বাঞ্ছিত বর মিলাইয়াছেন। এক্ষণে পতিকে বরণ কর। যৌবনাশ্বের প্রতি [illegible] আমরা সাক্ষী। (সৌদামিনী ও প্রাণেশ্বর উভয়ে সকলেকে প্রণাম।)

সৌদা—(প্রণাম করিয়া স্বগত) রে নয়ন! যাহাকে দেখিবার জন্য নিয়ত অন্বেষণে ব্যগ্র ছিলে, তাঁহাকে সম্মুখে পাইয়াও এখন কেন দেখিতে চাও না!—

প্রাণে।—প্রিয়ে! নতমুখে কেন রহিলে! চন্দ্রবদন প্রকাশ করিয়া আমার চিত্ত-চকোরকে তৃপ্ত কর। যখন অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে, তখন "মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল" বলিয়া কি ফল? অতএব "চিরযৌবনা হইয়া পতির সহিত অক্ষয় সুখ-সম্ভোগ কর" ইত্যাদি [illegible]।

রাজ্ঞী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

সৌদা। [illegible] নতমুখে [illegible] [illegible]

সখি। আঃ! [illegible] আজ থেকে [illegible] নেই, এখন [illegible] [illegible] শেষে যাবার সময় উনি কেন?

প্রাণে—(এক মালা লইয়া সৌদামিনীর কণ্ঠে প্রদানান্তে চুম্বন ও আলিঙ্গন করিয়া) প্রিয়ে, তোমার পরিবর্তে আমি [illegible] করিলাম।

[illegible]—বক্রেশ্বরের কাছে [illegible], এই [illegible] সহিত [illegible] সমর্পণ করিলাম।

[illegible] আলিঙ্গন করিয়া [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] (যোগাসিনীর হস্ত ধরিয়া) [illegible] এখানে থাকিয়া [illegible] প্রস্থান)

সমাপ্ত।

অশুদ্ধ শোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	১৯	আবিষ্কার	আবিষ্কার
২৫	৯	দুঃর্ভাগার	দুর্ভাগ্য[illegible]
৩৫	১৫	মহাবক্ষ	[illegible]
[illegible]	[illegible]	প্রোস্থানোদ্দেশে	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

পাঠ-পরিবর্ত্তন।

[illegible] অবোধ [illegible] নাহি জানি কোন ফল।” [illegible]

[illegible]

[illegible]